www.facebook.com/purbottar

Bengali fortnightly newspaper

www.purbottar.in

RNI No. 71057/96

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

হ্যারিকেন্সের
জার্সিতে
বিগ ব্যাশে
অভিষেক
রিচার

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা
আমাদের Contact@purbottar.in-এ
ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে
হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুনঃ
9775273453

বর্ষঃ ২৫, সংখ্যাঃ ২১, কোচবিহার, শুক্রবার, ২২ অক্টোবর - ৪ নভেম্বর ২০২১, পৃষ্ঠা সংখ্যাঃ ৮ | Vol. 25, Issue: 21, Cooch Behar, Friday, 22 October - 4 November 2021, Pages: 8 ₹ 3.00

দিনহাটায় ম্যাচ ঘোরাতে মরিয়া উদয়ন, চাল দিচ্ছে বিজেপিও

দিনহাটায় নির্বাচনি প্রচারে উদয়ন গুহ

দিনহাটায় বিজেপির ভোট প্রচার

বাম প্রার্থী আব্দুর রউফের ভোট প্রচার

দিনহাটা: দিনহাটা উপনির্বাচনের আগে বিজেপির ঘরে সিঁধ কেটে অনেকটাই ভালো জায়গায় রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিগত বিধানসভা নির্বাচনে ভারত-পাক ক্রিকেট ম্যাচের মতো টান টান উত্তেজনায় মাত্র ৫৭ ভোটে উদয়ন গুহ পরাজিত হলেও উপনির্বাচনে ফর্মে রয়েছেন তিনি। গোষ্ঠী কোন্দল অনেকটা মিটিয়ে কার্যত ফাঁকা ময়দানে একাই হাঁকিয়ে ব্যাট করছেন উদয়ন গুহ। ভোটের আগে প্রচারে গোল দিয়েছেন বিরোধীদের। দিনহাটায় প্রচারের জন্য উত্তরবঙ্গের একাধিক বিধায়ককে মাঠে নামালেও খেলা জমাতে ব্যর্থ হচ্ছে বিজেপি। যদিও শাসকদলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলেছে তারা। দিনহাটা উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী অশোক মন্ডল বলেন, ভোটারদের ভয় দেখানো হচ্ছে। অনেকের ভোটার কার্ড কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ভোটে জিততে সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করছে তৃণমূল। এই উপনির্বাচনের তৃণমূল প্রার্থী উদয়ন গুহ বলেন, ভোট প্রার্থীরা ভোট চাইতে এসেছে দিনহাটায়। গত নির্বাচনে ভোটে জিতে পালিয়ে গেছে সাংসদ নিশীথ প্রামাণিক। মানুষ এই উপনির্বাচনে তাঁর যোগ্য জবাব দেবে।

অতএব টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে দিনহাটা উপনির্বাচনের লড়াই জমে উঠেছে। তবে গত নির্বাচনের মত টান টান উত্তেজনা নেই। শাসকদলের গোষ্ঠী কোন্দল মিটে যাওয়াতে অনেকটাই একপেশে হয়ে পড়েছে লড়াই। তারপরে বিজেপি দিনহাটার দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা সুদেব কর্মকার সহ একাধিক লড়াকু মুখ শিবির বদল করে ঘাস ফুলে নাম লিখিয়েছেন। তৃণমূলের বুথ স্তরে কর্মীরা কোন্দল মিটিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ায় অনেকটাই সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে শাসক শিবির। শাসকের বিপরীত চিত্র ধরা পড়েছে বিজেপি শিবিরে। একাধিক বিধায়ক এসে প্রচারে নামলেও লোক হচ্ছে না সেভাবে। বুথ স্তরে সাংগঠনিক ব্যর্থতা ফুটে উঠছে প্রকট ভাবে। সাথে শাসক দলের বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে অনেক জায়গায়। বিজেপি প্রার্থীকে ঘিরে ধরে 'জয় বাংলা' স্লোগান দেওয়া হচ্ছে অনেক জায়গায়। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, ৫৭ ভোটে হারার জ্বালা এবার মেটাবেন উদয়ন বাবু। নিজের জেতার সমস্ত রকম রেকর্ড তিনি ভাঙ্গতে পারেন এবার। নির্বাচনে হারার পর ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এই নির্বাচনে সব পক্ষকে সাথে নিয়ে চলছেন। ভোট লক্ষ্মী সাথ দিলে উত্তরবঙ্গে তৃণমূলে একটি বিধায়ক সংখ্যা বৃদ্ধি এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

গ্যাংস অফ ওয়াশেপুর নয়, এখন গ্যাংস অফ গিতালদহ

দিনহাটা: স্থানীয় স্তরে রাজনৈতিক অস্থিরতা আর নির্বিকার প্রশাসনের জন্য অপরাধীদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে গিতালদহ। এলাকা দখলের জন্য দুষ্কৃতিদের লড়াইয়ে অতিষ্ঠ স্থানীয়রা। গোষ্ঠী সংঘর্ষে প্রাণ হারাচ্ছে একাধিক দুষ্কৃতি। গোলাগুলি, বোমাবাজী জন্য অপরাধীদের তীর্থ ক্ষেত্র যেন গিতালদহ।

(ঘটনা-১) ১১ অক্টোবর গিতালদহের মরাকুঠিতে রাতে নিজের পুত্র সন্তান হওয়ার আনন্দে বন্ধু বান্ধব প্রতিবেশীদের মিষ্টি খাওয়াচ্ছিল মান্নান হক। সেই সময় আচমকাই তাঁর কপালে এসে লাগে বিপরীত গোষ্ঠীর দুষ্কৃতিদের ছোঁড়া বন্দুকের গুলি। সেই খবর পেয়ে মান্নান গোষ্ঠীর লোকেরাও হাজির হয়। দুই গ্যাং-এর লড়াই একাধিক গুলি চলে সেখানে। সেই রণক্ষেত্রে মুজাফফর হোসেন নামে অন্য গোষ্ঠীর সদস্য প্রাণ হারায়। আহত হয় উভয় গ্যাং-এর পাঁচ জন। পুলিশ চার জনকে গ্রেপ্তার করেছে। আপাতত ওই এলাকা পুরুষ শূন্য হলেও ফের কবে লড়াইয়ে জড়িয়ে পরে বিবদমান দুই গোষ্ঠী তা নিয়ে আতঙ্কে দিন কাটছে স্থানীয় বাসিন্দাদের।

(ঘটনা-২) গিতালদহ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে উদ্যোগী হয়েছে একপক্ষ। আর তাতেই তেতে রয়েছে ওই এলাকা। সম্প্রতি নারায়নগঞ্জ বাজার সংলগ্ন এলাকায় জড়ো হয় এক পক্ষ। প্রধান গোষ্ঠীর সদস্যরা অন্যদিকে আসতেই প্রকাশ্যে দিবালোকে শুরু হয় গুলির লড়াই। দুষ্কৃতিদের ছোঁড়া তিরে আহত হয় একজন। ঘটনায় একাধিক দুষ্কৃতি গ্রেপ্তার হলেও লড়াই শেষ হওয়ার নাম গন্ধ নেই। বরং এলাকা দখল নিতে ঘুঁটি সাজাচ্ছে দুই পক্ষই।

পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকেই তপ্ত হচ্ছিল গিতালদহ। স্থানীয় স্তরে রাজনীতিতে লাগাম নেই শাসক দলের। সীমান্তে কড়াকড়িতে পাচারকাজ অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হওয়াতে রাজনীতিতে নাম লিখিয়েছে পাচারকারীর 'মাস্টার মাইন্ড'রা। আর প্রশাসনের নির্লিপ্ততায় এলাকায় দখল করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার চেষ্টা করছে তারা। নিজেদের দখলে ক্ষমতা এলেই লাগামছাড়া দুর্নীতিতে সুবিধা হবে তাদের। আর এই কাজে মদত দিচ্ছে শাসক দলের একাংশ। উপর তলার প্রছন্ন মদত আর প্রশাসনের একাংশের যোগসাজশে যেন 'ওয়াশেপুর' হয়ে উঠেছে গিতালদহ। গ্যাং ওয়ার নিত্যনৈতিক ঘটনা হয়ে দাড়িয়েছে। গিতালদহের অস্থায়ী পুলিশ ফাঁড়ি উঠে যাওয়াতে সুবিধা হয়েছে দুষ্কৃতিদের।

যদিও রাজনৈতিক নেতৃত্বরা এই সব ঘটনায় নিজেদের সংযোগের কথা অস্বীকার করেছে। দিনহাটা-১ ব্লক-(ক) তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সঞ্জয় বর্মন বলেন, মরাকুটির ঘটনা পারিবারিক জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো যোগসূত্র নেই সেখানে। যদিও বিজেপির নাটাবাড়ি কেন্দ্রের বিধায়ক মিহির গোস্বামী অভিযোগ করেছেন, গিতালদহেও একের পর এক ঘটনা প্রমান করছে আফগানিস্থানের চেয়েও খারাপ অবস্থা সেখানে। কোচবিহার জেলা পুলিস সুপার সুমিত কুমার বলেন, পুলিসি কড়া নজর দারি চলছে ওই এলাকায়। যারা অপরাধের সাথে জড়িত তাদের কাউকে রেয়াত করা হবে না।

টানা বৃষ্টিতে জনজীবন বিপর্যস্ত

শিলিগুড়ি: টানা বৃষ্টিতে বেহাল উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ। জলমগ্ন হয়ে পড়েছে জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি শহর-সহ ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ এলাকা। অধিকাংশ নদী ফুঁসছে, বহু জায়গায় জল ঢুকছে। বন্ধ ৫৫ নম্বর জাতীয় সড়ক। ফলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে সিকিম ও কালিম্পং।

উৎসবের মরশুমে দার্জিলিং সহ উত্তরবঙ্গে পর্যটকদের ভিড় সাধারনের তুলনায় অনেক বেশি। জাতীয় সড়ক প্লাবিত হওয়ায় দুশ্চিন্তায় বহু পর্যটক। আবহাওয়া দপ্তর পক্ষে আগেই জানানো হয়েছিল উত্তরবঙ্গ জুড়ে হয়েছে প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সেটাই হয়েছে। উত্তরবঙ্গ সহ ভুটান পাহাড়ে বৃষ্টির কারণে এলাকার নদীগুলিতে জল প্রবল ভাবে বাড়ছে। ফলে তিস্তা, মহানন্দা-সহ একাধিক নদীর জল বিপদসীমার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। গাজলডোবায় জলস্তর বিপদসীমার উর্ধ্বে উঠে আসায় দফায় দফায় জল ছাড়া হচ্ছে ফলে তিস্তার তীরবর্তী এলাকাগুলিতে চূড়ান্ত সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বহু জায়গায় সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। রেললাইনের উপর জল উঠে যাওয়ায় ব্যহত হয় ট্রেন চলাচলও। ধস নেমে বহু জায়গায় রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দার্জিলিংয়ে গিয়ে আটকে পড়েছেন বহু পর্যটক।

প্রবল বৃষ্টিতে তোর্সা নদীর জল ইতিমধ্যই বাঁধ ভেঙে কোচবিহার শহরে ঢুকতে শুরু করেছে। এছাড়াও মাথাভাঙা, দিনহাটা, বক্সিরহাট-সহ বহু জায়গায় মাঠেঘাটে জল জমে গিয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় ময়দানে মেনে পড়ছে বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর। জলপাইগুড়ির বাসিন্দাদেরও রেহাই নেই, শহরের বিভিন্ন জায়গাতেও জল ঢুকতে শুরু করেছে। বিশেষ করে তিস্তা সংলগ্ন এলাকায়। পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিভিন্ন জলবন্দি এলাকা ঘুরে দেখেছেন জেলাশাসক ও পুলিস সুপার।

ফের বাড়ছে করোনা সংক্রমণ

কলকাতা: উৎসবের মরশুমে করোনার বিধিনিষেধের উপর ছাড় দিয়েছিল রাজ্য সরকার। পুজোর সেই ছাড়ের সময়সীমা শেষ হয়েছে ২০ অক্টোবর তারপর থেকেই থেকেই রাজ্যের প্রতিটা জেলায় কড়াকড়ি ভাবে নাইট কারফিউ জারি রাখা হচ্ছে। পুজো শেষ হতেই রাজ্যের কোভিড গ্রাফ চিন্তায় ফেলেছে চিন্তা বাড়াচ্ছে কোভিড পজিটিভিটি রেট। এই কারণেই টিকাকরণের হার বাড়ানোর প্রতি বিশেষ জোর দিচ্ছেন মুখ্যসচিব। পাশাপাশি নতুন করে করোনা পরীক্ষা করানোর প্রতিও জোড় দেওয়া হচ্ছে। সূত্রের খবর, রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর নির্দেশে নাইট কারফিউয়ের নিয়ম মেনে চলার জন্য অতিরিক্ত পুলিশ নিয়োগ করা হয়েছে।

রাজনগর দর্পণ

প্রতিষ্ঠাতাঃ কোচবিহার রাজ্য

মহারাজা বিশ্বসিংহ কামতেশ্বর (১৫২২ খৃঃ থেকে ১৫৫৪ খৃঃ)

কোচবিহার প্রকৃত পক্ষে প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের একটি অংশ। ১৫২২ খৃঃ হরিয়া মন্ডলের (হরিদাস) পুত্র বিসু নিজেকে স্বাধীন হিন্দু রাজা হিসেবে কোচ রাজ্যের ঘোষণা করেন। ক্ষমতাসীন হয়ে নিজে বিশ্বসিংহ নামে পরিচিত হন। বিশ্বসিংহ মাত্র ২৩ বছর বয়সে রাজা হন এবং নিজেকে একজন আদর্শ নৃপতি বলে প্রমাণিত করেন। তিনি ১৫২২ খৃঃ থেকে ১৫৫৪ খৃঃ রাজত্ব করেন।

প্রবল বৃষ্টির জেরে ক্ষতিগ্রস্ত শিলিগুড়ির বালাসন ব্রিজ

BALASON BRIDGE CLOSED
FOLLOW NAUKAGHAT ROAD
SILIGURI TRAFFIC POLICE

শিলিগুড়িঃ প্রবল বৃষ্টির জেরে ক্ষতিগ্রস্ত শিলিগুড়ির মাটিগাড়ার বালাসন ব্রিজ। ভারী বর্ষণের জেরে নদীর জল বাড়তেই ব্রিজের একাংশ হেলে গিয়েছে। যার ফলে ব্রিজ দিয়ে চার চাকা গাড়ি, ট্রাক, বাস চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আপাতত দু চাকার গাড়ি এবং হাঁটাপথে মানুষ যাতায়াত করতে পারছে সেতু দিয়ে।

শিলিগুড়িতে প্রবেশ করার এটি একটি মুখ্যরাস্তা, বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে শহরে প্রবেশকারি অধিকাংশ গাড়িই এই ব্রিজের ওপর দিয়ে যাতায়াত করে। ব্রিজ বন্ধ করে দেওয়ায় নৌকাঘাট হয়ে শিলিগুড়িতে যাতায়াত করতে হবে। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার গৌরব শর্মা বালাসন সেতু পরিদর্শন করে ট্রাফিক পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন যাতে কোনোভাবেই সেতু দিয়ে বড় গাড়ি যাতায়াত না করে। এলাকায় প্রচুর ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বালাসন সেতু বন্ধ হওয়ায় নৌকাঘাট ও ফুলবাড়ি ফাঁসিদেওয়া হয়ে ঘুরপথে বাস এবং অন্যান্য বড় গাড়িগুলি যাতায়াত করছে।

কমিশনার গৌরব শর্মা আরো জানান, “টু হুইলার ছাড়া অন্য গাড়ি ব্রিজে ওঠার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা রয়েছে। সকলকে বালাসন ব্রিজ এড়িয়ে যেতে বলা হয়েছে। পর্যটকদের নৌকাঘাট ব্রিজ ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, সিকিম থেকে যে গাড়িগুলি আসছে সেগুলির কাছে আমাদের অনুরোধ সেগুলিও যেন শহরের রুট হয়ে আসে”।

অবলুপ্তির পথে উত্তরবঙ্গের বোরোলি মাছ

কোচবিহারঃ উত্তরবঙ্গের গর্ব বোরোলি মাছ। বর্তমানে রুপোলি রঙের এই মাছ প্রায় অবলুপ্তির পথে। উত্তরবঙ্গের নদ-নদীগুলিতে, বিশেষত তিস্তা ও জলঢাকায় একসময় এই মাছ প্রচুর পরিমানে পাওয়া যেত। আজকাল এই নদীগুলিতে দিনরাত চেষ্টা করলেও এই মাছের দেখা পাওয়া যায় না। একসময় বোরোলি মাছ ধরে যাঁরা সংসার চালাতেন তাঁদের অনেকেই এই পেশা থেকে সরে গিয়েছেন, অন্য কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। ফলে বাজারে এই মাছ পাওয়া খুবই দুষ্কর।

কতটা জনপ্রিয় এই রুপোলি রঙের মাছ? প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু থেকে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবাই এই মাছের স্বাদের নাম করেছেন। জ্যোতি বসু উত্তরবঙ্গে এলে অনেক সময় মাদারিহাটের হলং বনবাংলোয় থাকতেন। সেই সময় তাঁর খাবার পাতে অবধারিতভাবে তিস্তা জলঢাকার বোরোলি থাকত। এমনকি বাইরে থেকে অনেক সেলেব্রিটিরাও উত্তরবঙ্গে আসলে এই মাছ খেয়ে দেখার আবদার করেন। মৎস্যপ্রেমীদের কথায়, “খাঁটি বোরোলির স্বাদই আলাদা”।

তবে বোরোলির এভাবে হারিয়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে অনেকে মনে করেন নদীতে অসাধু উপায়ে মাছ শিকার। এছারাও মাত্রাতিরিক্ত দূষণ, নদীগুলিতে আবৈধ্য উপায়ে বালি-পাথর-মাটি কাটা, কারণগুলিও রয়েছে। আগে প্রায় সারা বছরই বাজারে বোরোলি মাছের দেখা মিলত, এখন বর্ষাকাল ছাড়া নদীগুলিতে জলের অভাবে মাছের দেখাই পাওয়া যায় না। এর ফলে খোকসা, চ্যালা ও দারাঙ্গি মাছগুলিকেও অসাধু মৎস্য বিক্রেতারা বোরোলি বলে চালিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। মাছ ব্যবসায়ীরা জানান, আগে যে মাছ ৪০০ টাকা কেজিতে মিলত আজকাল তাই বেড়ে ১,০০০-১,২০০ টাকা হয়েছে।

সারা ভারত মৎস্যজীবী ও মৎস্যশ্রমিক ফেডারেশনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সহকারী সম্পাদক শিবেন পৈত জানান, “অসাধু উপায়ে নদীতে মাছ শিকারের জন্যই নদীয়ালি মাছের আকাল দেখা দিয়েছে। এটা পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে”।

অক্টোবরেও এত গরম-বৃষ্টি কেন!

কলকাতাঃ অক্টোবর মাসের মধ্যেও গরম এবং বৃষ্টি যেন পিছু ছাড়ছে না এবছর। অন্যান্য বছর এই সময়ে সামান্য বৃষ্টি এবং ভ্যাপসা গরম থাকলেও এবছর যেন শরৎ এবং গ্রীষ্ম ঋতুর মধ্যে পার্থক্যই বোঝা যাচ্ছে না। আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের মতে, বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণের বাড়াবাড়িই এর মূল কারণ।

বৈশাখ থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে থাকে। তবে তখন বাতাসে জলীয় বাষ্প কম থাকে। এর ফলে শরীর থেকে ঘাম কম বের হয়। অন্য দিকে শরৎকাল বা ভাদ্র-আশ্বিন মাসে তাপমাত্রা ৩০ থেকে ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ওঠা-নামা করে। তার পরেও বাতাসে প্রচুর জলীয় বাষ্প থাকায় গরম অনুভূত হয় বেশি। কারণ তাপমাত্রা তুলনামূলক কম থাকলেও বাতাসে জলীয় বাষ্প খুব বেশি থাকে।

আবহাওয়া বিশেষজ্ঞেরা আরও বলেন, আজকাল আশ্বিন মাসের আকাশেও ভালো পরিমাণ মেঘ থাকে। দিনের বেলা সূর্যের তাপ মেঘের বাধার কারণে উপরে উঠে যেতে পারে না। সব মিলিয়ে গরমও সহজে কমে না।

বিএসএফ-এর ক্ষমতা বৃদ্ধি পশ্চিমবঙ্গ, অসম এবং পাঞ্জাবে

কোচবিহারঃ পশ্চিমবঙ্গ, অসম এবং পাঞ্জাবের সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ-এর কার্যক্ষমতা বাড়িয়ে দেওয়া হলো। এখন থেকে রাজ্যে বিএসএফ সীমান্তের জিরো পয়েন্ট থেকে ৫০ কিমি এলাকা পর্যন্ত প্রয়োজনে তল্লাশি, সামগ্রী বাজেয়াপ্ত ও গ্রেপ্তার করতে পারবে। এখন থেকে কোচবিহার জেলার মাথাভাঙা, দিনহাটা, দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট, মালদহ জেলার মালদহ শহর, দার্জিলিঙের শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ, উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত, মধ্যমগ্রামের মতো অনেক শহর এখন থেকে তাই বিএসএফ’র আওতায় এসে গেছে।

১৩ অক্টোবর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয় তাতে বলা হয়েছে, এবার থেকে পশ্চিমবঙ্গ, অসম এবং পাঞ্জাবে সীমান্ত থেকে ৫০ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে বিএসএফ আধিকারিকরা যে কাউকে গ্রেফতার করতে পারবে, প্রয়োজনে সন্দেহ হলে তল্লাশিও চালাতে পারবেন। বাজেয়াপ্ত করা যাবে নানা সামগ্রীও এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজ্যে পুলিশের মতোই ক্ষমতা থাকবে তাঁদের হাতে।

কেন্দ্রের এই গেজেট বিজ্ঞপ্তির ওপর মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি তবে দার্জিলিং জেলা তৃণমূলের (সমতল) চেয়ারম্যান অলোক চক্রবর্তী এক সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেন, বিজেপির আগুন নিয়ে খেলা আমরা বরদাস্ত করব না। রাজ্যের অন্যান্য জায়গার মতো শিলিগুড়িতেও আমরা এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামব। নিন্দায় সরব হয়েছেন রাজ্যের বামপন্থী নেতৃবৃন্দও। বিষয়টি নিয়ে সুর চড়িয়েছেন কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরীও। তিনি বলেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক যদি বিএসএফ-এর এক্তিয়ার নিয়ে কোনও ‘বেচাল’ করে তাহলে তার ফল তাদের ভুগতে হবে কোচবিহারের পুলিশ সুপার সুমিত কুমার জানান,“কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ওই নির্দেশিকার কাগজ এখনও হাতে পাইনি। সেটা পেলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে”।

সারা ভারত ইন্টার ফ্রন্টিয়ার ক্রশ কান্ট্রি চাম্পিয়নশিপ

কোচবিহারঃ গোপালপুরের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের ডিভিশনে সারা ভারত ইন্টার ফ্রটইয়ার ক্রশ কান্ট্রি চাম্পিয়নশিপ ২০২১-২২ অনুষ্ঠিত হল। ২১ অক্টোবর বৃহস্পতিবার কোচবিহার ভিডিশনে এই অনুষ্ঠানের সুচনা হয়। এদিন গোটা ভারতের ১১টি সেক্টর থেকে বিএসএফের কর্মরত জাওয়ানরা অংশগ্রহন করেন। উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের সম্মান জানানোর পর এই অনুষ্ঠানের সুচনা হয়।

মুলত, এই কর্মসূচির মাধ্যমে সীমান্তের যেসমস্ত জায়গায় এখনো পর্যন্ত কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা হয়নি সেই সমস্ত জায়গাগুলিকে নিয়ে বিশেষ ব্যবস্থা নিবে বিএসএফ। এছাড়াও সীমান্তে চোরাচালান রোখার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এছাড়াও কোচবিহার তার পার্শ্ববর্তী যে সমস্ত সীমান্ত এলাকা রয়েছে তার ওপর নজরদারি চালাবার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তাও এদিনের এই অনুষ্ঠান থেকে উঠে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে।

সিকিমে বেড়াতে গিয়ে বাঙালি পর্যটকের মৃত্যু

মালদাঃ সিকিম ঘুরতে গিয়ে মৃত্যু হল মালদার এক পর্যটকের। মৃত ব্যক্তি পেশায় প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক। মৃতদেহ মালদায় ফিরিয়ে নিয়া আসার বিষয়ে তৎপর শুরু করেছে পরিবারের সদস্যরা।

জানা গিয়েছে মৃত পর্যটকের নাম দেবরাজ রায় বয়স ৪৯ বছর, বাড়ি মালদার ইংরেজবাজার থানার বিবেকানন্দ পল্লী এলাকায়। মৃত ব্যক্তির এক বন্ধু বিশ্বজিৎ ঝা জানান, প্রতিবছরই তারা বিভিন্ন জায়গায় বন্ধু ও তাদের পরিবার নিয়ে ঘুরতে যান। এবছর ২০জন মালদা শহরের বিভিন্ন এলাকার চলতি মাসের ১৭ তারিখ সিকিমের পেডং-এ এলাকায় ঘুরতে যান। এছাড়াও সেখান থেকে তারা সিকিমের বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করেন। ১৮ অক্টোবর শ্বাসকষ্টের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েন দেবরাজ বাবু। প্রথমে স্থানীয় একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র দেখানো হয় তাঁকে। কিন্তু শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় শেষপর্যন্ত ভর্তি করা হয় সিকিমের মনিপালের একটি বেসরকারি হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দেবরাজ রায়ের মৃত্যু হয়।

এদিকে টানা বৃষ্টিতে উত্তরবঙ্গের একাধিক জায়গা ধসের কারণে বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৫৫ নম্বর জাতীয় সড়ক। সিকিম ও কালিম্পং-র সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। দেবরাজের দেহ মালদহে ফিরিয়ে আনার তোড়জোড় শুরু করেছেন পরিবারের। কিন্তু কীভাবে আনা হবে দেহ? তা নিয়ে দুঃশ্চিন্তায় সকলেই।

জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে ভিস্তাডোম কমছে কোচ সংখ্যা

আলিপুরদুয়ারঃ এবছর ২৮ অগাস্ট নিউ জলাইগুড়ি স্টেশন থেকে আলিপুরদুয়ার জংশন পর্যন্ত যাত্রা শুরু করেছিলো ভিস্তাডোম। শুরুর কয়েকদিন পর্যটকদের কাছে এই কোচের চাহিদাও থাকলেও তা বর্তমানে ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে।

ভিস্তাডোম কোচের অতিরিক্ত ভাড়াই ভিস্তাডোমের জনপ্রিয়তা নিম্নমুখী হওয়ার কারন হিসেবে অনেকে মনে করছেন। ৬ ঘণ্টায় মাত্র ১৬০ কিলোমিটার পথ যাওয়ার জন্য পর্যটকদের মাথাপিছু খরচ হচ্ছে ৭৬০ টাকা করে। এই অতিরিক্ত ভাড়ার জন্য পর্যটকরা ভিস্তাডোম ট্রেনটি এড়িয়ে যাচ্ছেন।

রেলের ট্রেনটি সপ্তাহে তিনদিন একটি করে ভিস্তাডোম কোচ দিয়ে চালানো হয়, পরবর্তীতে পর্যটনদের সংখ্যা বাড়লে ট্রেনটি দুইটি ভিস্তাডোম কোচ দিয়ে সপ্তাহে ছয়দিন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে জানা গিয়েছে প্রথমদিকে ভিস্তাডোমের জনপ্রিয়তা বেশি থাকলেও পরবর্তীতে এর জনপ্রিয়তা কমতে থাকায় এবার ট্রেনটিকে ফের সপ্তাহে তিনদিন এবং একটি মাত্র ভিস্তাডোম কোচ দিয়ে চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল। এই প্রসঙ্গে আলিপুরদুয়ার রেল ডিভিশনের ডিআরএম ডিকে সিং জানান, “সপ্তাহে ৬ দিন চালানোর জন্য দুটি কোচে তেমন ভিড় হচ্ছে না। তাই এখন থেকে ট্যুরিস্ট স্পেশাল ট্রেনটি আগের মতোই চলবে”।

আলিপুরদুয়ারের নন্দীগ্রাম এখন ‘মমতাময়ী নগর’

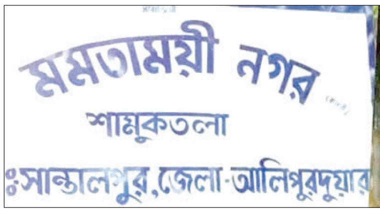

আলিপুরদুয়ারঃ আলিপুরদুয়ার জেলার নন্দীগ্রামের নাম বদল করে নতুন নাম রাখা হল ‘মমতাময়ী নগর’।

আলিপুরদুয়ার জেলার শামুকতলা থানার অন্তর্গত একটি ছোট্ট গ্রাম ‘নন্দীগ্রাম’। আশপাশের গ্রামগুলোতে বিদ্যুতের ব্যবস্থা থাকলেও গ্রামে কোনও দিনই ছিল না বিদ্যুৎ সংযোগ। বহু জায়গায় আবেদন করেও কোন লাভ হয়নি এলাকাবাসীদের।

তবে এবার দুর্গাপুজোর ঠিক আগে ৯ অক্টোবর শনিবার এই গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ হয়েছে। তাই গ্রামবাসীদের উদ্যোগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নামে গ্রামের নাম রাখা হয়েছে। গ্রামের রাস্তায় বিদ্যুৎ সংযোগ থাকলেও আপাতত গ্রামের মাত্র ১১ টি পরিবারে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে। জেলা বিদ্যুৎ দফতর জানিয়েছেন, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে গ্রামের অন্য পরিবারগুলির ঘর থেকেও অন্ধকার মুছে যাবে, জ্বলবে বৈদ্যুতিক আলো।

একে শারদীয়া উৎসবের আমেজ, তার উপর দীর্ঘ দিনের আলোর দাবি পূরণ করে গ্রামে ঢুকেছে বিদ্যুৎ সংযোগ। গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, তাঁদের এত দিনের স্বপ্নপূরণ হয়েছে।

এদিন সকাল থেকে গ্রামে আনন্দের জোয়ারে গা ভাসিয়েছেন গ্রামবাসীরা। বিদ্যুৎ সংযোগের কাজ শুরু হতেই সেখানে গ্রামের নতুন নাম দিয়ে পোস্টার ফ্লেক্স বানিয়ে তা ঝুলিয়ে দেয় স্থানীয়রা। এজন্য জন্য একটি অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সভাধিপতি শিলাদাস সরকার, তৃণমূলের জেলা সভাপতি প্রকাশচিক বরাইক, চেয়ারম্যান মৃদুল গোস্বামী, জয়গাঁ উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা-সহ অন্যরা।

বিধানসভা উপনির্বাচনের আগে উত্তপ্ত দিনহাটা

দিনহাটা: ৩০ অক্টোবর কোচবিহার জেলার দিনহাটা বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন। এই জেরে ভোটপ্রচারকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত দিনহাটা। ১৮ অক্টোবর ও ১৯ অক্টোবর পরপর দুদিন প্রচারে বাধা পেলেন দিনহাটা বিধানসভা উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী অশোক মন্ডল।

১৮ অক্টোবর, সোমবার বিজেপি প্রার্থী অশোক মণ্ডল এবং বিধায়ক মিহির গোস্বামী প্রচারে বেরিয়ে বামনহাট এলাকায় বিক্ষোভের মুখে পড়লেন। প্রচারে নেমে বিজেপি এবং তৃণমূলের স্লোগান, পালটা স্লোগান এবং ধাক্কাধাক্কির জেরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ১৮ অক্টোবর সকালে বামনহাট এলাকায় বাড়ি-বাড়ি গিয়ে প্রচার সারছিলেন দিনহাটার বিজেপি প্রার্থী অশোক মণ্ডল ও তাঁর অনুগামীরা। সঙ্গে ছিলেন নাটাবাড়ির বিধায়ক মিহির গোস্বামীও। সেই সময় বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন স্থানীয় কয়েকজন। তাঁরা বলেন, “নিশীথ প্রামাণিক কোথায়? যাঁকে ভোট দিয়েছিলাম সেই নিশীথ কোথায়?” বিজেপির অভিযোগ, এর পর তাঁদের প্রার্থীকে প্রচারে বাধা দেওয়া হয় ফলে শুরু হয় বিক্ষোভ এবং পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। দু’পক্ষের মধ্যে ধাক্কাধাক্কিও হয়। শেষপর্যন্ত অশোক মণ্ডল প্রচার ছেড়ে ফিরে যেতে বাধ্য হন। নাটাবাড়ি এলাকার বিধায়ক মিহির গোস্বামী জানান, “তৃণমূল গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। তারা অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে।” সঙ্গে তিনি প্রতিটি বুথে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তাবাহিনী মোতায়েন করে তবেই ভোট করার দাবিও জানান।

১৯ অক্টোবর, মঙ্গলবার প্রচারে ফের বাধা পান অশোক মন্ডল। এইদিন সকাল থেকেই নির্বাচনী প্রচারে নয়ারহাট বাজারে যান তিনি। তখন তাকে ঘিরে গো ব্যাক স্লোগানের পাশাপাশি জয় বাংলা স্লোগান দিতে থাকেন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা বলে অভিযোগ করেন অশোক মণ্ডল। এদিকে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বরা জানান, গত ছয় মাস ধরে এলাকায় বিধায়কহীন অবস্থায় রয়েছে। এর ফলে সাধারণ মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে এদিন সেখানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন বলে তারা জানান।

এরপর দিনহাটা উপনির্বাচনের বিজেপির প্রধান প্রচারক তথা কোচবিহার নাটাবাড়ির বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক মিহির গোস্বামী সাংবাদিক বৈঠকের মাধ্যমে অভিযোগ করেন, “উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী উদয়ন গুহের অনুমোদনেই বিজেপির প্রচারে বাধা দিচ্ছে তৃণমূল”। তিনি দাবি করেন যে, “দিনহাটার মানুষ যদি ভোট দিতে পারে তাহলে বিজেপির জয় কেউ আটকাতে পারবেনা”।

জলপাইগুড়িতে অভিনব কায়দায় দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন

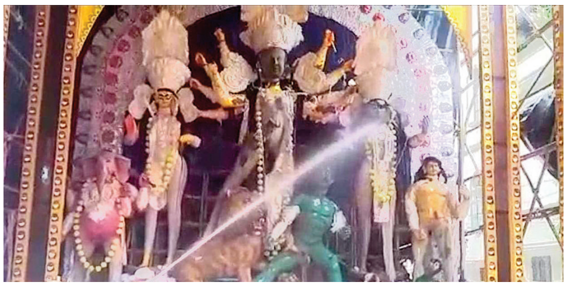

জলপাইগুড়ি: এবছর দুর্গাপুজায় জলপাইগুড়িতে ৩০ ফুটের উচ্চতা বিশিষ্ট প্রতিমা দুর্গা প্রতিমা বানিয়েছে পুজো করেছে জলপাইগুড়ি মুহুরিপাড়া সর্বজনীন দুর্গাপুজা কমিটি। সম্ভবত জেলার মধ্যে এটিই সবচেয়ে বেশি উচ্চতা বিশিষ্ট দুর্গা প্রতিমা। কিন্তু এত বিশাল আকৃতির দুর্গা প্রতিমা ভিড় এড়িয়ে বাইরে নদীতে নিয়ে গিয়ে বিসর্জন দেওয়া অনেকটা অসম্ভব কাজ। তাই সরকারি অনুমতি নিয়ে দমকলের জলের সাহায্যে গলিয়ে ক্লাবেই প্রতিমা বিসর্জনের ব্যবস্থা করা হয়।

পুজো শেষ হওয়ার পর প্রতিমা বিসর্জন দিতে গিয়ে বিপাকে পড়েন পুজো কমিটি। এর পর তারা দমকল দফতরের দারস্থ হন। দমকল দফতর না করে দিলে তারা তৃণমুলের জলপাইগুড়ি জেলার বর্তমান জেলা সভাপতি মহুয়া গোপ এবং তৃণমূলের জলপাইগুড়ি প্রাক্তন জেলা সভাপতি তথা SJDA চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তীর কাছে যান। এর পর এই দুই নেতা যোগাযোগ করেন দমকল মন্ত্রী সুজিত বোসের সঙ্গে। এর পর সুজিত বোসের বিশেষ অনুমতিতে এই ব্যবস্থা হয়। এর পর পাঁচজন দমকল কর্মী একটি ইঞ্জিনের মাধ্যমে জল দিয়ে গলিয়ে প্রতিমা বিসর্জন করলেন। এই অভিনব দৃশ্য দেখতে অনেক মানুষ ভিড়ও জমিয়ে ছিলেন।

দার্জিলিংয়ের পাহাড়ের বুক চিরে ছুটবে ‘রেড পান্ডা’

দার্জিলিং: উৎসবের মরশুমে দার্জিলিংয়ের এবার চালু হল ‘রেড পাণ্ডা’ টয় ট্রেন। ট্রেনটি সপ্তাহের দুদিন শনি ও রবিবার কার্শিয়াং থেকে মহানদী পর্যন্ত চলবে। ১৬ অক্টোবর ৮ কিলোমিটার দীর্ঘ যাত্রার এই ট্রেনটির শুভ সুচনা করলেন এডিআরএম সঞ্জয় চিলওয়ার।

‘রেড পাণ্ডা’ ট্রেনটিতে থাকছে দুটো লাক্সারি ফার্স্ট ক্লাস চেয়ারকার কোচ। এই ট্রেনটিতে ভ্রমনে খরচ পড়বে জনপ্রতি ১২০০ টাকা। করোনা আবহের পর বন্দিদশা কাটাতে দার্জিলিংয়ের পাহাড়ে ভির উপচে পড়ছে পর্যটকদের। বিশেষ সুত্রে জানা গেছে, ভারতের সর্বোচ্চ রেলস্টেশন ঘুম-কে পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয় করতে নভেম্বর মাসে ঘুম উৎসব শুরু করছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে। এই ঘুম উৎসবকেই আরও আকর্ষণীয় করতে রেলওয়ের তরফে ‘রেড পান্ডা’ টয় ট্রেন চালু করা হয়েছে।

আগামী মাস থেকে কার্শিয়াং থেকে মহানদী যাওয়ার পথে কার্শিয়াং-এ নেতাজীর বাড়ির সামনে ১০ মিনিটের একটা স্টপেজ দেওয়া হবে। ঠিক পুজোর আগেই জঙ্গল সাফারির জন্য নতুন ট্রেন চালু করা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে পর্যটকদের তেমন একটা ভিড় দেখা যায়নি। তবে এবার ‘রেড পাণ্ডা’ ট্রেনটি চালু করে ভারতীয় রেল এক অভিনব নজির গড়েছে পর্যটকদের জন্য। কার্শিয়াং থেকে বেরিয়ে সবুজে ঘেরা পাহাড়ের উপর দিয়ে মহানদী যাবে ট্রেনটি। রেড পাণ্ডা ট্রেনটি চালু করে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে এই উৎসবের মনোরম মরশুমে পর্যটন শিল্পে এক নতুন পথের সূচনা করেছে।

জলপাইগুড়িতে গ্রেপ্তার ভুয়ো ডাক্তার

জলপাইগুড়িঃ ভুয়ো আইএএস, মানবাধিকার কর্মী, সিআইডি আফিসারের পর এবার রাজ্যে ধরা পড়ল ভুয়ো চিকিৎসক। ধৃত ব্যাক্তির নাম সুদীপ্ত সর্দার। তার বিরুদ্ধে ডাক্তারি পাশ না করেও দীর্ঘদিন ধরে সরকারি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের চিকিৎসকের নাম ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর ব্যবহার করে নিজের চেম্বার খুলে বসার অভিযোগ রয়েছে। বাঁকুড়ার বড়জোড়া থানায় দায়ের হওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে ওই জেলার পুলিশের সঙ্গে যৌথ অভিযানে জলপাইগুড়ি জেলার পুলিশ তাঁকে ১৮ অক্টোবর জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ থেকে গ্রেফতার করে। এখনও পর্যন্ত পুলিশ হাওড়া, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ও জলপাইগুড়ি জেলায় ওই ভুয়ো চিকিৎসকের তিনটি চেম্বারের হদিশ পেয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সুদীপ্তের বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর এলাকায়। বাঁকুড়ার বড়জোড়া থানা এলাকার বড়জোড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের চিকিৎসক সুদীপ্ত সর্দারের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ব্যবহার করে সেখানে পসার জমিয়েছিলেন ধৃত। তিনি ঘটনাটি জানতে পেরে গত ২৪ সেপ্টেম্বর বাঁকুড়ার বড়জোড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১৭, ৪১৯, ৪৬৮, ৪৬৯, ৪৭৩ এবং ৩৪ নম্বর ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে বাঁকুড়া জেলা পুলিশ। এর পরই বিগত একমাস থেকে জলপাইগুড়ির দশদরগা এলাকায় এক পরিচিতের বাড়িতে লুকিয়ে ছিলেন ধৃত।

১৮ অক্টোবরই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলার পর ট্রানজিট রিমান্ডে বাঁকুড়ায় নিয়ে যায় পুলিশ। জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপার দেবর্ষি দত্ত বলেন, সুদীপ্ত সর্দার নামে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাঁকুড়া জেলার বড়জোড়া থানায় অভিযোগ ছিল। তার ছবি নিয়ে তদন্ত শুরু হয়। চিহ্নিত করার পর গ্রেপ্তার করা হয় তাকে।

২০১৯ সালেও একই অভিযোগে শিলিগুড়ির ভক্তিনগর থানা এলাকা থেকে গ্রেফতার হয়েছিলেন সুদীপ্ত। তবু বদলাননি তিনি। আদালত থেকে জামিনে ছাড়া পেয়ে সুদীপ্ত আবারও এক চিকিৎসকের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ব্যবহার করে ডাক্তারি শুরু করেন বলে অভিযোগ।

নকল শ্যাম্পুর কারবার

শিলিগুড়ি: হোটেল ভাড়া করে চলছিল অবিরাম নকল শ্যাম্পুর দু’নম্বরি কারবার। বিভিন্ন নামিদামি সংস্থার শ্যাম্পুর বোতল সংগ্রহ করে তার মধ্যে ভরা হচ্ছিল নকল শ্যাম্পু। তারপর এইসব নকল শ্যাম্পু নিয়ে বাড়ি বাড়ি বিক্রি করছিল অভিযুক্তরা। বেশ সস্তায় বিক্রি হচ্ছে দেখে শহরের অনেকেই সেগুলি কিনছিলেন আর ঠিক এভাবেই শহরে দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছিল নকল শ্যাম্পুর কারবার।

শিলিগুড়ির প্রধাননগর থানার পুলিশ গোপন সুত্রে অভিযান চালিয়ে এখনও অবধি ১১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। সুত্রের খবর, বেশ কয়েকমাস থেকেই শিলিগুড়ির হোটেল ভাড়া নিয়ে ১১জন যুবক এই ব্যাবসা চালাচ্ছিল, তারা ছিল উওরপ্রদেশ ও দিল্লীর বাসিন্দা। শিলিগুড়ি জংশনের কাছেই হোটেল রুম ভাড়া নিয়েছিল ধৃত ব্যক্তিরা। সেখানে বিভিন্ন এলাকা থেকে বিভিন্ন খালি শ্যাম্পুর বোতল সংগ্রহ করে তারা জাল শ্যাম্পু ভরে সেগুলি শহরের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্রি করছিল আর তাদের লাভও হচ্ছিল বেশ ভাল। মাত্র ১৫০ টাকায় নামী সংস্থার শ্যাম্পু পাওয়া যাচ্ছে ভেবে অনেকেই তা আনন্দের সাথে কিনছিলেন।

তারপর গোপন সুত্রে খবর পেয়ে প্রধাননগরের পুলিশ সেই হোটেল থেকে ১১জনকে গ্রেপ্তার করেছে, এবং কয়েকশো খালি বোতল আর কয়েক লিটার নকল শ্যাম্পু উদ্ধার করে। প্রধান নগরের পুলিশসুত্রে খবর, অভিযুক্তরা দিল্লি ও উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। তারা বাইরে থেকে ভেজাল শ্যাম্পু এনে শিলিগুড়িতে এই কারবার চালাচ্ছিল। রাজ্যের আরও বেশকটি জায়গাতে এদের কালোবাজারি ব্যবসা রয়েছে বলে পুলিশের অনুমান।

দার্জিলিং শহরে হিমালয়ের কালো ভাল্লুক

দার্জিলিং: দার্জিলিংয়ে দেখা গেল হিমালয়ের কালো ভাল্লুক। শহরের আশেপাশে বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে ভাল্লুকটি ঘোরাফেরা করছিল। বনবিভাগের জোরবাংলো ওয়াইল্ডলাইফ ফরেস্ট ডিভিশন খবর পেয়ে গত দুই সপ্তাহ ধরে ফাঁদ পাতে। অবশেষে ১৮ অক্টোবর বনবিভাগ সাফল্য পায়, তাঁদের পাতা ফাঁদে ধরা দেয় কালো ভল্লুকটি।

রেঞ্জ অফিসার স্বপন হিমাঙ্গ জানান, কয়েকদিন ধরেই ভাল্লুকটি ঘোরাফেরা করছিল। আমরা তাকে ধরতে সক্ষম হয়েছি। ভাল্লুকটির শারীরিক পরীক্ষার পর জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে। এখন আর আতঙ্কের কোনও কারণ নেই।

ছোবল খেয়ে মৃত্যু সর্পপ্রেমীর

ইংরেজবাজার: বিষধর গোখরো সাপের ছোবল খেয়ে মৃত্যু হল সর্পপ্রেমীর। ১৯ অক্টোবর, মঙ্গলবার দুপুরে মালদহের ঘটনা। মৃত বঙ্কিম স্বর্ণকারের বাড়ি ইংরেজবাজার থানার শোভানগর এলাকায়। বয়স ৩০ বছর।

এই ঘটনায় রাজ্যের সর্প প্রেমীরা শোক জ্ঞাপন করছেন। বেশ কয়েক বছর ধরে সাপ উদ্ধারের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বঙ্কিম। ব্লকে কারও বাড়িতে সাপ দেখা গেলেই ডাক পড়ত তাঁর। নেটমাধ্যমে নিয়মিত সাপ উদ্ধার এবং সাপ নিয়ে সচেতনতা প্রচারের নানা ভিডিয়ো পোস্ট করতেন। অন্যান্য দিনের মতো খবর পেয়ে সেদিনও পুখুরিয়া এলাকায় একটি গোখরো সাপ ধরতে যান বঙ্কিম। সাপ উদ্ধারের সময় ভিডিয়ো করছিলেন তার এক সঙ্গী, সেই সময়ই অসতর্কতার কারনে তাঁকে সাপটি ছোবল মারে। সঙ্গেসঙ্গে তাঁকে স্থানীয় একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখান থেকে পরে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল ভর্তি করা হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। বঙ্কিমের এমন মৃত্যুতে শোকের ছায়া এলাকায়।

রাজ্যের বন্যপ্রেমী সংগঠন ‘হিউম্যান অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট অ্যালায়্যান্স লিগ’ (হিল)-এর সদস্য শুভ্রজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বঙ্কিমের বিশেষ পরিচিত ছিল। শুভ্রজ্যোতি চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমের বিষয়ে বলেন, ‘‘বঙ্কিম একজন দক্ষ সাপ উদ্ধারকারী ছিলেন। কিন্তু কিছু দিন ধরে নেটমাধ্যমে সাপ ধরার ভিডিয়ো পোস্ট করার বিষয়টিতে বিশেষ নজর দিচ্ছিলেন। সমস্যা হল, সাপ উদ্ধারের সময় ক্যামেরার দিকে নজর গেলে মনসংযোগের অভাব ঘটে। তা ছাড়া, উদ্ধার করার পরেই সাপ হাতে নিয়ে সচেতনতা প্রচারের কাজ খুবই ঝুঁকির। এমন প্রচারের জন্য বন দফতরের অনুমতিও প্রয়োজন।’’

সম্পাদকীয়

রাজধর্ম পালন হোক

দুই বাংলা যখন শারদ উৎসবের আনন্দে মাতোয়ারা তখন বাংলাদেশে আক্রান্ত হল ওই দেশের সংখ্যালঘুরা। বাঙ্গালির অন্যতম সেরা উৎসবের সময় কুমিল্লার ঘটনা মানব সমাজকে কলঙ্কিত করল। সাম্প্রদায়িক ইস্যুতে বাঙ্গালি জাতিকে বাটোয়ারা করে হত্যা লীলায় মেতে উঠল বক ধার্মিকরা। এই জঘন্য হত্যালীলাকে ইস্যু করে ফায়দা তোলার অপচেষ্টা শুরু করে কিছু মানুষ। তখনই এই ঘটনাগুলিকে নিয়ে অন্য ধারায় চিন্তার অবকাশ ঘটে। মানুষের ধর্ম বর্ণ জাতপাতে ভাগ করে শোষণ করার গভীর ষড়যন্ত্র ধীরে ধীরে প্রকাশ্যে আসতে থাকে।

গরু আর শুয়োরের চর্বি মিশ্রিত কার্তুজের জন্য ভারতীয় উপমহাদেশে মহাবিদ্রোহের ঘটনা ঘটে। আর সেই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে ধর্মে ধর্মে বিভাজিত করে ভারত শাসনের পরিকল্পনা করে ব্রিটিশরা। ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠিত সেই বিষবৃক্ষ আজও বহন করে চলছে এই উপ-মহাদেশের দেশগুলি। আজও সংখ্যালঘুরা অত্যাচারিত হচ্ছে এখানে। আর সেই পরম্পপরার ব্যতিক্রম হতে চাইছে হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ। ইসলামিক দেশ থেকে ধর্ম নিরপেক্ষতা রাষ্ট্র হওয়ার বিল সংসদে আনার সমসাময়িক সময়ে কুমিল্লা ঘটনায় উত্তাল হল বাংলাদেশ। যদিও আশার আলো, মুজিব কন্যা এই মৌলবাদীদের পরোয়া না করার মনোভাব নিয়েছে। বার্তা দিয়েছেন দেশে সংখ্যালঘু বা সংখ্যা গুরু বলে কিছু নেই সবাই দেশের নাগরিক। কুমিল্লা ঘটনায় যুক্ত দোষীদের গ্রেপ্তার করেছে বাংলাদেশ প্রশাসন। সাম্প্রতিক অতীতে ভারত বা পাকিস্থানে সংখ্যালঘু আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় যখন তাদের দেশের প্রধানদের কোনো বিবৃতি দেওয়ার ক্ষমতা থাকে না তখন হাসিনার এই বিবৃতি সাধুবাদযোগ্য। নেপাল ইতিমধ্যে হিন্দু রাষ্ট্র থেকে ধর্ম নিরপেক্ষ হয়েছে। বাংলাদেশেও ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হওয়ার যে প্রচেষ্টা হচ্ছে তা যাতে অঙ্কুরে বিনষ্ট না হয় তা নিয়ে সবাইকে সর্তক থাকতে হবে। কারন ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র মানবতার জয় গান করে। ব্যক্তি স্বাধীনতা যত প্রসারিত হবে ততই বিকশিত হবে মানব সভ্যতা।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা : দেবাশিস ভৌমিক
সম্পাদক : সন্দীপন পন্ডিত
কার্যকারী সম্পাদক : মনসুর হাবিবুল্লাহ
সহ-সম্পাদক : রনিত সরকার, চিরন্তন নাহা, বর্ণালী দে, লোপামুদ্রা তালুকদার, দেবাশীষ চক্রবর্তী
ডিজাইনার : সমরেশ বসাক
বিজ্ঞাপন আধিকারিক : রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক : বিমান সরকার

কবিতা

ধূসর বন্দী

দেবাঙ্গনা ঘোষ

আমি কিন্তু ঠিক, মুক্ত হতে চাইনি!
শেকলে বদ্ধ হতেও, আমি যে পারিনি;
আমি শুধু পাহাড়কে, বড্ড ভালোবাসি!
ধূসর পাহাড়ে বন্দী ভীষণ, ওই স্নিগ্ধতার রাশি।
কিন্তু সে স্নিগ্ধতা, আমায় করছে যে বড্ড বঞ্চিত!
পাহাড়ি ধূসরতা আমাতেই, বেশ আছে সঞ্চিত।
ধূসর শেকলের ধাঁধায়, নিজেই তো বন্দী আমি !
ধূসর ধাঁধায়-ধূসর শেকলের, সে কি ভীষণরকম হামি!
এমন বাঁধন, চাইনি যে আমি এই ধূসরতার মোড়কে
হাঁটতে চেয়েছি একটু শুধু, সেই স্নিগ্ধ পাহাড়ি সড়কে।
তবে স্নিগ্ধতা ব্যস্ত ভীষণ, আমায় মুক্তি দিতে…
আমি যে ইতি, ওর সূচীপত্রের ঠিক প্রথম পাতাতে।
আমার সূচনাতেই, সমাপ্ত সেই স্নিগ্ধ পাহাড়ি রেখা!
আমার সূচীপত্রের প্রতিটি অধ্যায়, শুধু যে ধূসর কলমে লেখা।।

প্রবন্ধ

কোচবিহার জেলায় ভেষজ চাষ ও সম্ভাবনা

....অভিজিৎ দাস

ভেষজ উদ্ভিদ হিমালয় পর্বত শ্রেণি এবং সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে স্বাভাবিক উদ্ভিদ হিসেবে জন্মায়। এ অঞ্চলে অনেক প্রজাতির ভেষজ জন্মায়। ভেষজ সম্বন্ধে একটি কথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে– চিনলে জড়ি, না চিনলে খড়ি। অর্থাৎ চিনলে ভেষজ হিসেবে সব উদ্ভিদই জড়ির মত মূল্যবান। কিন্তু না চিনলে তা নিছক খড়ি বা জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

কোচবিহারের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। কোচবিহার জেলায় ভেষজ উদ্ভিদ বাড়ির আশপাশে, জঙ্গলে এমনিতেই পাওয়া যায়। ঐগুলির বাণিজ্যিক চাষ কোনও কালেই হয় নি। রাজ আমলে কোচবিহার শহরে কবিরাজী বাগান গড়ে তোলা হয়েছিল। দুঃখের বিষয় মূল্যবান ভেষজ সমৃদ্ধ বাগানটি এখন বাদুড় বাগান নামে পরিচিত। আশেপাশের মানুষরা এখানে বর্জ্য ফেলে। বাগানটির অনেক অংশ জবরদখল হয়ে গেছে। মূলত দাতব্য কবিরাজখানার ভেষজ যোগাতে এই বাগানের সৃষ্টি। সাম্প্রতিক সমীক্ষায় এখানে ১৭টি প্রজাতির বৃক্ষ সহ ৪০ প্রজাতির ভেষজ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদের সন্ধান পাওয়া গেছে। এছাড়া জেলার দু একজন কবিরাজ বিচ্ছিন্নভাবে নিজেদের প্রয়োজনমত ভেষজ রোপন করেছে। দিনহাটায় এরকম এক বাগান ছিল। হলদিবাড়িতে ডাক্তার অরুণ নিয়োগীর বাড়িতে ভেষজ বাগান আছে। অনেক বাড়িতে 'চাঁদো ভাদো ঈশর মূল' পাওয়ার জন্য এক দুটি গাছ লাগানো হয়। কিন্তু বাণিজ্যিক চাষ কেউ করে নি। কবিরাজরা জঙ্গল থেকে প্রয়োজনমত ভেষজ সংগ্রহ করেন তা যাতে অন্য কেউ জানতে না পারে সেই চেষ্টা করেন। পাছে তাদের ওষুধের ফর্মূলা অন্যে জেনে যায়– এটাই আশঙ্কা।

ভারতে আবহমানকাল থেকে নিম,তুলসী,চন্দন,বাসক,সর্পগন্ধা,ঘৃতকুমারী,পিপুল,বচ,হরিতকি,বহেড়া,আমলকি,নিশিন্দা,হলুদ সহ প্রচুর প্রজাতির উদ্ভিদ ভেষজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আয়ুর্বেদের উৎসভূমি ভারত পুরোপুরি প্রাকৃতিক উৎসকে ওষুধ হিসেবে কাজে লাগায়। কোচবিহারে আয়ুর্বেদ চর্চার সেই ঐতিহ্য আছে। রাজ কবিরাজ বিরজাকান্ত গুপ্ত এখানে 'বনৌষধি দর্পন' রচনা করেছিলেন। জেলার গ্রামগুলিতে গাছগাছড়ার গুণাগুণ জামা মানুষের অভাব নেই। কিন্তু বাণিজ্যিকভাবে ভেষজের চাষ ও ভেষজ সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে সেরকম সচেতনতা আজও গড়ে ওঠে নি। আর সবচেয়ে বড় সমস্যা এর বিপণন। আবাদ করার পর কোথায়,কীভাবে বিক্রি করা যাবে,দাম কীরকম পাওয়া যাবে এ সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের কোনও ধারনা নেই। বিপণনের সেরকম কোনও প্রতিষ্ঠানও নেই। রাজ্যের বর্তমান মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ভেষজ বিপণনের সাথে যুক্ত। তবে মন্ত্রীত্বের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর এদিকে অনেকটা ভাটা পড়েছে। গ্রামে গ্রামে ঘুরে যারা ভেষজ সংগ্রহ করে তাদেরও এর চাষ সম্বন্ধে সচেতনতা নেই। এমনকি তারা ভেষজের প্রয়োজনীয় অংশ ছাড়াও অপ্রয়োজনীয় অংশ,পারলে সমূলে ভেষজ তুলে নিয়ে যায়। এভাবে কত ভেষজ হারিয়ে যাচ্ছে। এমনিতেই বন-জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপণ,চাষের জমি বাড়ানোর ফলে আগাছা হিসেবে চিহ্নিত বীরুৎ ও গুল্ম জাতীয় ভেষজগুলি জন্মানোর জায়গা নেই। অথচ এই আগাছাই কত রোগের উপশম করতে পারে। এ অঞ্চল থেকে অনেক ভেষজ নিয়ে গিয়ে বিদেশের ল্যাবরেটরিতে গবেষণা করে অনেক ওষুধ প্রস্তুত হচ্ছে। তার পেটেন্ট নিয়ে নেওয়া হচ্ছে। আমরা অনেক পরে জানতে পারছি। নিম আর হলুদের পেটেন্ট নিয়ে অনেক জল ঘোলা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য ভেষজের ক্ষেত্রে কী হচ্ছে কে জানে? বন দপ্তর সক্রিয় হলে মাঝে মাঝে এরকম বস্তা ভর্তি ভেষজের অবৈধ পাচার ধরা পড়ে এবং সংবাদ শিরোনামে উঠে আসে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই।

বামফ্রন্ট আমলে শীতলকুচি ব্লকের ছোট শালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে কান্তেশ্বর রাজার গড়ের পাশে বিশাল ভেস্টেড জমিতে ৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার ভেষজ উদ্যান তৈরি,ভেষজ নির্যাস নিষ্কাশন ও বাজারজাত করার প্রকল্প প্রস্তাব রূপে বিধায়কের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের কাছে যায়। সেখান থেকে প্রস্তাবটি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়। রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনায় ৮০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে জেলা পরিষদে পাঠানো হয়। তার আগেই ঐ স্থানে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের মাধ্যমে মিঠা তুলসী,অশ্বগন্ধা,শতমূল ইত্যাদি ভেষজ রোপন করা হয়। ফলাফল সন্তোষজনকই ছিল। এর মধ্যেই রাজ্যে ক্ষমতা বদল হয়। নতুন সরকারের আমলে ৮০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রায় ৪০ বিঘা জমির চারপাশে প্রাচীর দেওয়া হয়। সাথে সাথে ঐ স্থানে কয়েকটি নার্সারি স্থাপণ করা হয়। কাজ আর এগোয় নি।

ঐ ব্লকের গোঁসাইরহাটে পুরুষোত্তম ফার্মার্স প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের ৫/৬ জন বাড়ির আশেপাশে,অন্যান্য ফসলের ক্ষেতের পাশে ছোট ছোট জমিতে তুলসী,মিঠা তুলসী, থানকুনি ইত্যাদির চাষ শুরু করে। সাথে লেবু ও হলুদ মিশিয়ে তারা ইতিমধ্যে এক ধরণের চা প্রস্তুত করে বাজারজাত করেছে। এতে করোনার আবহে ভালই সাড়া পাওয়া গেছে। তারা মেথি চা,অশ্বগন্ধা চাও প্রস্তুত করে বাজারজাত করেছে। এ কাজে তাদের সাথে সহযোগিতা করছেন উদ্ভিদবিজ্ঞানী গৌতম কুমার সাহা।

২০১৬ সালে রামকৃষ্ণ মিশনের সহযোগিতায় বঙ্গীয় আয়ুর্বেদীয় মহাসংঘ দিনহাটায় ভেষজের উপর একদিনের কর্মশালার আয়োজন করেছিল। সেখানে মিশনের পক্ষ থেকে আয়াপান চাষে উৎসাহ দেওয়া হয়। তারাই উৎপন্ন আয়াপান কিনে নেবেন বলে জানান। কিন্তু এখানে আয়াপান চাষে উৎসাহ দেখা যায় নি।

উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় একটি সরকারি প্রকল্পে বিভিন্ন ক্লাবের মাধ্যমে ভেষজ চাষ শুরু করে। কিন্তু তা কতখানি সফল হয়েছে তা নিয়ে সন্দেহ আছে।

তুফানগঞ্জের নাটাবাড়ি বি পি এইচ সি-এর সিনিয়র আয়ুর্বেদিক মেডিকেল অফিসার ডা বাসব কান্তি দিন্দা তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের শিক্ষক,শিক্ষাকর্মী,স্বাস্থ্যকর্মীদের সহযোগিতায় 'তুলসী সুরক্ষা' ও'ভেষজ সুরক্ষা' নামে সচেতনতা,ভেষজ রক্ষা, জৈব বৈচিত্র্য রক্ষা ও ভেষজ চাষকে আন্দোলনের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন। ইতিমধ্যে ১০০০টি ছোট ছোট ভেষজ বাগান তৈরি করা সম্ভব হয়েছে বলে

তিনি দাবি করেছেন। মূলত বাড়ি বা বিদ্যালয়ের ফাঁকা জায়গায় এইসব বাগান গড়ে উঠেছে। পরে সরকারিভাবে তার এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।এবার ঐ ব্লকে ৮১টি বিদ্যালয়,৪টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ১টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে আড়াই কাটা করে জমিতে ভেষজ বাগান তৈরি হচ্ছে।তুফানগঞ্জের এই ব্লকে ভেষজ চাষের এই প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হচ্ছে।

বঙ্গীয় আয়ুর্বেদীয় মহাসংঘ ৫০ জন চিকিৎসক-উৎপাদকের তালিকা সহ ভেষজ চাষ প্রকল্পের পরিকল্পনা তৈরি করে এক বছর আগে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেয়। তাদের পরিকল্পনা ছিল ঐসব উৎপাদকরা যে ভেষজ চাষ করবে তার বিপণন যদি নাও হয় অন্তত নিজেরা সারা বছর ধরে সেসব চিকিৎসার কাজে লাগাতে পারবে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এখনও তারা আশাব্যঞ্জক কোনও সাড়া পায় নি।

কেন্দ্রীয় সরকার আয়ুশ মন্ত্রণালয় গঠণ করেছে। ন্যাশনাল মেডিসিনাল প্ল্যান্টস বোর্ড ও পশ্চিমবঙ্গ স্টেট মেডিসিনাল প্ল্যান্টস বোর্ড আছে। পার্শ্ববর্তী আলিপুরদুয়ার জেলার তপসিখাতায় আয়ুশ হাসপাতাল তৈরি হয়েছে। এখন ভেষজের চাহিদা সারা পৃথিবীতেই বাড়ছে।

স্টেট মেডিসিনাল প্ল্যান্টস বোর্ডে জেলার তিনটি ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা নথিভূক্ত আছে। এগুলি হল– ১) বংশী আয়ুর্বেদ রিসার্চ অ্যান্ড কোং, কালীঘাট রোড,কোচবিহার। ২) সোলেস হারবাল প্রোডাক্ট প্রা লি ,চকচকা শিল্পকেন্দ্র। ৩) মুশুরু বৈদ্য আয়ুর্বেদিক মেডিসিন ইন্ডাস্ট্রিজ,নলঙ্গিবাড়ি,নিশিগঞ্জ। প্রথমটি মলম তৈরি করে। দ্বিতীয়টি ওষুধ তৈরি করে। তৃতীয়টি হাড়ভাঙ্গার চিকিৎসা করে। ভেষজ চাষ তারা করে না।

ঐ বোর্ডে নথিভূক্ত ভেষজ সংগ্রাহক দক্ষিণ মরাডাঙ্গার রতন সরকার,ভেষজ চাষি ভেলাকোপার রবিউল হক ও নৃপেন বর্মন এবং তুফান চামটার সুভাষ চন্দ্র বোস। কিন্তু তাদের নথিভূক্ত ফোন নম্বরে ফোন করলে হয় দেখা যায় ঐ নামের কাউকে তারা চেনে না অথবা ঐ নম্বরের অস্তিত্বই নেই। তাদের আদৌই কোনও চাষ আছে কিনা তা নিয়েও সন্দেহের অবকাশ আছে।

এই অর্থিক সম্ভাবনাময় উদ্ভিদ চাষে যে সচেতনতার কাজ বেসরকারী উদ্যোগে শুরু হয়েছে তা জেলা আয়ুশ দপ্তর সক্রিয়ভাবে গ্রহণ ও বিপণনের সুষ্ঠ ব্যবস্থা করতে পারলে একদিন ভেষজ চাষে জেলায় সোনালি দিন আসবে। তবে এর জন্য আন্তরিক প্রয়াস প্রয়োজন।

গল্প

কসাই

....সন্তোষ দে সরকার

পাকা রাস্তাটা রেললাইনে ওঠার আগেই আর একটা কাঁচা রাস্তা এসে তাকে ভেদ করে সোজা উত্তর দিকে তোর্সা নদীতে গিয়ে ঠেকল। এক সময় এই কাঁচা রাস্তাটাই ছিল শহরে ঢোকার প্রধান সড়ক। পাকা রাস্তা থেকে নেমে তোর্সা নদীর দিকে যেতে হাতের ডান ধারে রমজানের মাংসের দোকান। দোকান মানে হাত চারেক একটা বাঁশ পোতা। আর ফুট চারেক গোলাই দেড় ফুট লম্বা একটি শাল কাঠের ডুম, একটি বালতি, ছোট-বড় দুটো দা, একটি চাকু, হাত চারেক একটি পলিথিনের টুকরো আর একটি ইট। বৃহস্পতিবার বাদে সোম থেকে রবি এই ছয় দিনের কোন দিনই বন্ধ থাকে না রমজানের দোকান। বিক্রিও বেশ ভালো। সকাল ছ'টা থেকে বেলা এগারোটা-বারোটার মধ্যেই বেচা কেনা শেষ করে বাড়ি যায়।

প্রথম প্রথম একটা পাঁঠাই শেষ করতে পারতো না বেচে। বেলা বারোটা একটা পর্যন্ত বসে থাকতো। শেষের দিকে কিছু মাংস সস্তায় বেচতে হ'তো তাকে। এতে রমজানের মনে খুব কষ্ট হ'তো। আবার মনে মনে ভাবত 'যাক কিছুতো এসেছে।' শেষের মাংসটুকুন সস্তায় না বেচলে আসল উঠেও দু'পয়সা লাভ থাকত। এখন শুধু চামড়াটার উপরই যা ভরসা । তাও চামড়ার তেমন দাম নেই আজকাল। রমজান যখন চাচার দোকানে থাকত তখন চামড়ার খুব চাহিদা ছিল। চামড়া নেবার জন্য সকাল থেকে ব্যাপারী এসে বসে থাকতো। বিক্রি হ'তো ইঙ্গি হিসেবে। আর এখন ব্যাপারী আসে না , কসাই তার গোডাউনে গিয়ে দিয়ে আসে। এখন আর ইঙ্গি-টিঙ্গি নেই, একটা মুক্তা দাম ধরিয়ে দেয় খুশি মতো।

এই মন্দার বাজারে সংসার চালাতে রীতিমত হিমশিম খেতে হয় রমজানের। রাগটি গিয়ে পড়ে চাচা জব্বার আলীর ওপর। চাচা দোকান থেকে না সরালে এভাবে নাস্তানাবুদ হ'তে হোত না তাকে। পরক্ষণেই ভাবে'চাচারই বা কি দোষ! চাচা মানুষটি গো-বেচারা। শান্ত প্রকৃতির। চাচিই সব। যেমন চালান তেমনি চলেন। চাচির জন্যই আজকের এই দুরাবস্থা। এর জন্য চাচিই দায়ী।' এতোদিন এই চাচিই রমজানকে ছেলের মতো করে মানুষ করেছেন। রমজানের যখন বয়স পাঁচ তখন চাচি আমিনার কোলেও এক ছেলে এসেছিল, কিন্তু তার জন্মের পরপরই ইন্তেকাল হয়। তার পরের বছর ফতেমা জন্মে। চাচি চেয়েছিলেন এর পর যেনএকটি ছেলে জন্মায়, কিন্তু পর পর আরও পাঁচটি কন্যা সন্তান উৎপাদনের পর চাচির মন থেকে পুত্রের আশা ক্ষীণ হয়ে গেল। ক্রমান্বয়ে রমজানই চাচির পুত্রের স্থান দখল করে নিল। ছোট থেকে যেমন দেখতে তেমন বুদ্ধিমান ও সল্পভাষী, লাজুক স্বভাবের রমজান যেন চাচা-চাচির নয়নমনি । সবে পনের পেরিয়ে ষোলয় পড়েছে, তাতেই দেখে মনে হয় ও যেন যুবক। রমজানের আব্বাও বলিষ্ঠই ছিল। ও যেন যুবক কালে তাকেও ছাড়িয়ে যাবে। একদিন আমিনা জব্বারকে বলল, 'হ্যাঁ গো ফতেমার আব্বু, আমার একটা কথা শুনবে? –––শুনবো না কেন, আমি কি কানে খাটো? –––মশকরা ক'রো না। বল, একটা কথা রাখবে? –––– আঃ তুমি আগে বলতো! ––––আমাদের রমজানের কথা বলছিলাম। ––––রমজানের কথা! সে এমন কি কথা যে আগে কসম খাইয়ে নিচ্ছ? ––––আছে একটা কথা –– ––––আছে তো বলে ফেল। –––– ফতেমাটাও বড় হচ্ছে ––– –––– তুমি কি বলছ, তোমার কথা আমার মাথায় ঢুকছে না। –––– তোমার কি কোন চিন্তা ভাবনা আছে যে মাথায় ঢুকবে? যত চিন্তা আমার। –––– বলার হয় বল, না হয় বলতে হবে না, বসে বসে চিন্তা কর। আমার এখন সময় নেই। –––– থাক, আমার কথা যখন ভালো লাগে না তো শুনতে হবে না। জব্বার আলী চলে যায়। আমিনারও আর আসল কথাটা বলা হ'লো না।

বাকি অংশ পরবরতী সংখ্যায়➲

চ্যাম্পিয়ন রাজা টি এস্টেট

লাটাগুড়ি: লাইফ কেয়ার সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের রাকেশ লস্কর, আমিরুল হক ও আজিজুল হক ট্রফি ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল রাজা টি এস্টেট। ৯ অক্টোবর লাটাগুড়ি মসজিদ মোড় মাঠে ফাইনালে তারা ২-০ গোলে আয়োজক লাইফ কেয়ার সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেনকে হারিয়েছে। গোল করেন শিকাস টিগ্গা ও প্রতিযোগিতার সেরা রোশন ওরাওঁ। বিজয়ী দলকে পুরস্কার তুলে দেন মাল পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি মহুয়া গোপ, ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ আফিজুদ্দিন আহমেদ, লাটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জগবন্ধু সেন প্রমুখ।

হ্যারিকেন্সের জার্সিতে বিগ ব্যাশে অভিষেক রিচার

শিলিগুড়ি: অস্ট্রেলিয়ায় বিগ ব্যাশে ১৬ অক্টোবর অভিষেক হল শিলিগুড়ির রিচা ঘোষের। হোবার্ট হ্যারিকেন্সের জার্সিতে প্রথম ম্যাচে ১৪ বলে ২১ রানের দুর্দান্ত ইনিংসে জোড়া বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি মারেন। ম্যাচে হোবার্ট অলআউট হয় মোট ১২১ রানে। ম্যাচে মেলবোর্ন ১৯.২ ওভারে ৬ উইকেটে ১২৫ রান তুলে নেয়। ম্যাচে রিচার দুর্দান্ত ফিল্ডিংয়ের প্রদর্শনী দেখান, সরাসরি থ্রোয়ে রানআউট করেন সোফি মোলিনাঙ্গকে। ক্যাচ মিস করলেও বল থ্রো করে স্টাম্প ভেঙে দেন।

দ্বিতীয় ম্যাচে সিডনি সিক্সার্সের বিরুধে রিচা দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন। ম্যাচে রিচা হোবার্টের হয়ে ৪৬ রান করে হ্যারিকেন্সর স্কোর ১২৫/৯ এ পৌঁছে দেন। মাত্র ৪ রানের জন্য হাফ সেঞ্চুরি হাতছাড়া করলেও দলের হয়ে সর্বোচ্চ রান রিচাই করেন। যদিও ৫ উইকেটে ম্যাচ হেরে যায় রিচার দল। ১৯.৩ ওভারে সিডনি ৫ উইকেটে তুলে নেয় ১২৯ রান। তবে রিচা তাঁর দুর্দান্ত ইনিংসে দর্শকদের মন জয় করেছে। নিকোল বোল্টনের অফ ব্রেক বোলিংয়ে কভারের ওপর দিয়ে ইনসাইড আউট শটে ছক্কা হাঁকিয়েছেন রিচা। যা দেখে অনেকেই বিরাট কোহলির সঙ্গে তাঁর মিল খুঁজে পেয়েছেন।

মাথাভাঙার সঙ্ঘমিত্রা জুনিয়ার হকি দলে

মাথাভাঙা: বাংলা জুনিয়র মহিলা হকি দলে সুযোগ পেল মাথাভাঙার মেয়ে সঙ্ঘমিত্রা বর্মন। চলতি মাসের ১ থেকে ১৫ তারিখ রিষড়ায় রাজা দলের বাছাইপর্বের পর অনুশীলন হয়। সেখানেই মাথাভাঙা-২ ব্লকের লতাপাতা গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার সঙ্ঘমিত্রা বর্মন সুযোগ পেয়েছে। এবার ১১তম জাতীয় জুনিয়র মেয়েদের মহিলা হকি প্রতিযোগিতা হচ্ছে, ঝাড়খণ্ডে। ২০ অক্টোবর থেকে ২৯ অক্টোবর ঝাড়খণ্ডের সিমডেগায় প্রতিযোগিতা চলবে। এই প্রতিযোগিতায় খেলা নিয়ে আশাবাদী মাথাভাঙার সঙ্ঘমিত্রা।

সঙ্ঘমিত্রা কুশিয়ারবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী। এর আগে সে রাজ্য জুনিয়র হ্যান্ডবল দলের হয়েও খেলেছে। সঙ্ঘমিত্রার কোচ সহদেব বিশ্বাস জানান, "ওর বাবা পরিযায়ী শ্রমিক। ছোটবেলা থেকেই ওর খেলার প্রতি ঝোঁক। স্কুলের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সঙ্ঘমিত্রার দৌড় দেখে আমাদের ক্যাম্পে নিয়ে আসি। তারপর থেকে খুব দ্রুত মেয়েদের হকিতেও নিজেকে মেলে ধরে"।

রাগবি জাতীয় শিবিরে ডাক পেল বেলাকোবার নিকিতা

জলপাইগুড়ি: বেলাকোবার নিকিতা ওরাওঁয়ের ডাক পড়ল সিনিয়ার জাতীয় দলের শিবিরে। কিছুদিন আগেই সে তাসখন্দে অনূর্ধ্ব-১৮ মেয়েদের এশিয়ান রাগবি সেভেনসে খেলে আসে। ভুবনেশ্বরে জাতীয় শিবিরে যোগ দিতে ২০ অক্টোবর নিকিতা রওনা হয়েছেন। ২৪ নভেম্বর শিবির শেষ হবে। শিবির শেষ করেই নির্বাচিতরা ২৬ থেকে ২৭ নভেম্বর দুবাইয়ে সিনিয়ার রাগবি সেভেন চ্যাম্পিয়নশিপ খেলতে যাবে।

নিকিতার বাড়ি বেলাকোবার শিকারপুর চা বাগানে। শিবিরে আগে থেকেই রয়েছেন সরস্বতী চা বাগানের সন্ধ্যা রাই, পুনম ওরাওঁ, তনুজা ওরাওঁ এবং লছমি ওরাওঁ। নিকিতা বলেছেন, "দিদিদের সঙ্গে জাতীয় দলের শিবিরে সুযোগ পেয়ে আমি খুশি। যদি সুযোগ পাই নিজের সেরাটা দেব। এবার আর রূপো নয়, সোনা জিতেই ফিরতে চাই"।

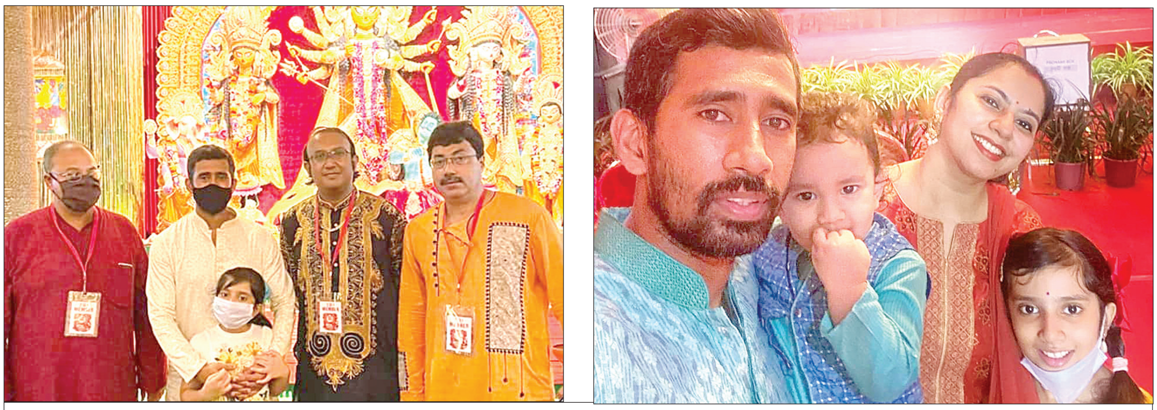

দীর্ঘদিন পরে দুর্গা পূজার প্যান্ডেল সপরিবারে ঋদ্ধিমান সাহা

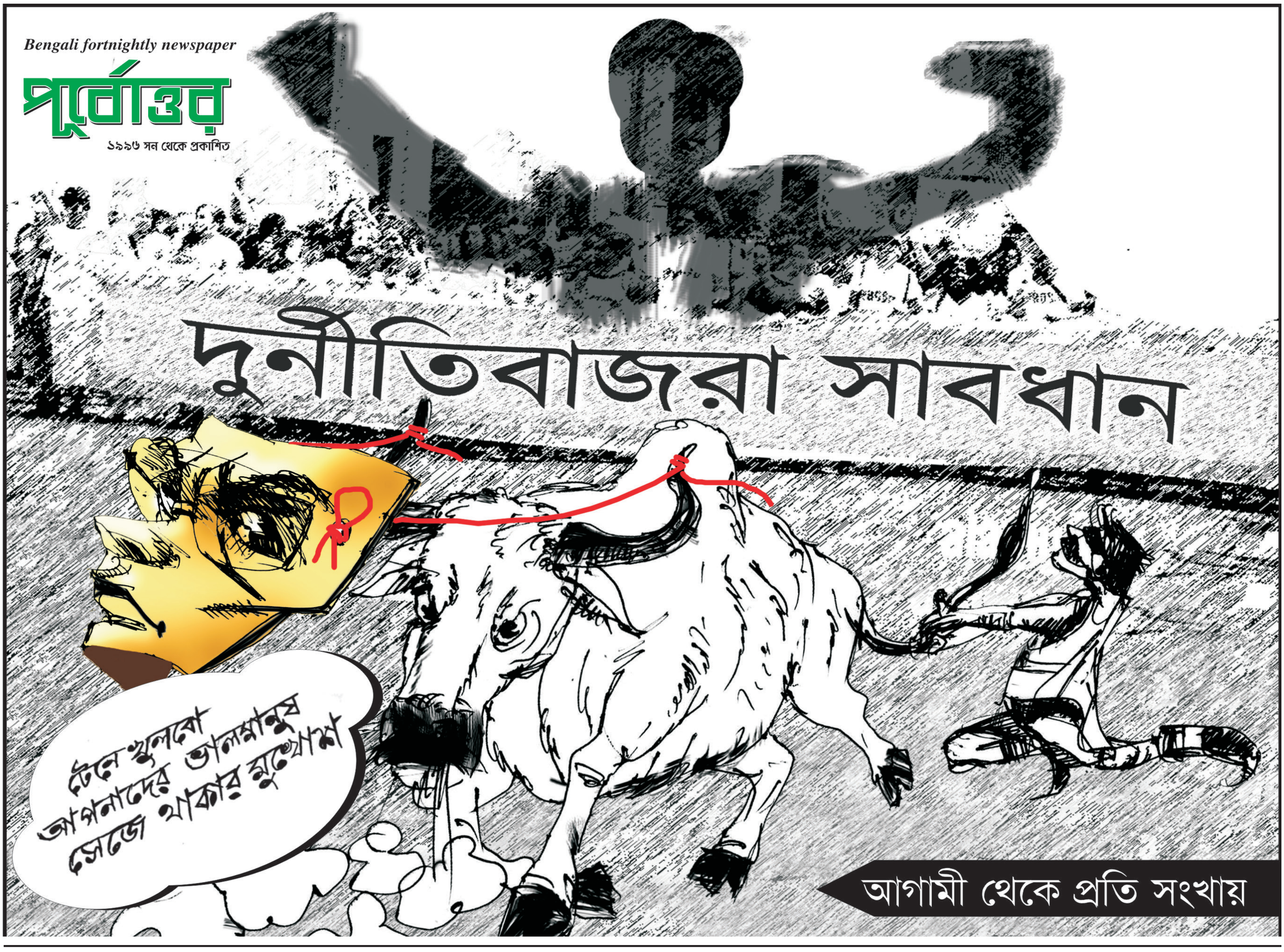
Bengali fortnightly newspaper
পূর্বোত্তর
১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত
দুর্নীতিবাজরা সাবধান
টেনে খুলবো আপনাদের ভালমানুষ সেজে থাকার মুখোশ
আগামী থেকে প্রতি সংখ্যায়

৫জি ট্রায়ালের জন্য ‘ভি’ ও ‘এল-অ্যান্ড-টি’র পার্টনারশিপ

শিলিগুড়ি: ভোডাফোন আইডিয়া লিমিটেড (ভিআইএল) ও লার্সেন অ্যান্ড ট্যুবরো (এল-অ্যান্ড-টি) ৫জি-ভিত্তিক স্মার্ট সিটি সলিউশনসের একটি পাইলট প্রোজেক্ট রূপায়ণের জন্য চুক্তিবদ্ধ হলো। বর্তমানে চালু থাকা সরকার-বন্টিত ৫জি স্পেকট্রামের ৫জি ট্রায়ালের একটি অংশ এই পাইলট প্রোজেক্ট। দুই কোম্পানি একত্রে এল-অ্যান্ড-টি’র স্মার্ট সিটি প্লাটফর্মে ৫জি ব্যবহারের বিভিন্ন দিক নিয়ে সমীক্ষা করবে ও ট্রায়ালে লব্ধ যাবতীয় তথ্য পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করবে। এই পাইলট প্রোজেক্টটি পুণেতে চালানো হবে। প্রসঙ্গত, প্রাথমিক পর্যায়ের ৫জি পরীক্ষায় ৩.৭ জিবিপিএস-এর থেকে বেশি ‘পিক স্পীড’ পেতে সমর্থ হয়েছে ‘ভি’।

গ্রামীণ গ্রাহকদের জন্য নতুন বিমা প্ল্যান

শিলিগুড়ি: ব্যাংক অব বরোদা এবং ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার উদ্যোগে ইন্ডিয়া ফার্স্ট লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের(ইন্ডিয়া ফার্স্ট লাইফ) পক্ষ থেকে চালু করা হল ইন্ডিয়াফার্স্ট লাইফ সরল বচত বিমা প্ল্যান। যা একটি পারিবারিক সুরক্ষা কবচ।

এই স্বতন্ত্র, সীমিত প্রিমিয়াম নীতিটি ভোক্তা এবং তার পরিবারকে ১২ থেকে ১৫ বছরের জন্য সুরক্ষিত রাখবে। উল্লেখ্য, এই বীমা নীতি পরিবারের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সংক্ষিপ্ত বেতনের প্রতিশ্রুতিও প্রদান করে।

ইন্ডিয়াফার্স্ট লাইফ সরল বচত বিমা প্ল্যান হল একটি প্রতিযোগিতামূলক মূল্যের পরিকল্পনা যা ভোক্তাদের ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতে সাহায্য করে। শুধু তাই নয় কোন দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে গেলে এই প্ল্যানটি ভোক্তাদের পরিবারের ভবিষ্যতকেও সুরক্ষা প্রদান করে।

ইন্ডিয়া ফার্স্ট লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের ডেপুটি সিইও রুষভ গান্ধি বলেন, এই বীমা প্ল্যানটি সরলীকৃত পণ্য সুরক্ষা এবং সঞ্চয়ের দ্বৈত সুবিধা প্রদান করে। এটি প্রাথমিকভাবে আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংক (আরআরবি) এবং গ্রামীণ শাখার গ্রাহকদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যাতে গ্রামের লোকেরা সহজেই বুঝতে পারে।

Ramsons-এর প্রচারে অভিনেত্রী দিতিপ্রিয়া

কলকাতা: পার্সোনাল কেয়ার ক্যাটাগরিতে অগ্রণী ব্র্যান্ড Ramsons পারফিউমস প্রাইভেট লিমিটেড এবার টেলিভিশন অভিনেত্রী দিতিপ্রিয়া রায়কে তাদের ব্র্যান্ডের প্রচারের মুখ হিসেবে নিয়ে এসেছে। পূর্বাঞ্চলের বাজারের দিকে নজর রেখে দিতিপ্রিয়া Ramsons এর নতুন স্কিন কেয়ার প্রোডাক্টগুলির প্রচারে অংশ নেবেন। তাঁর হাত ধরে Ramsons ব্র্যান্ডের বডি অয়েল, বডি লোশন ও ময়েশ্চারাইজার ক্রিমের মতো প্রোডাক্টগুলি গ্রাহকদের কাছে পৌঁছাবে। রাণি রাসমণি-খ্যাত দিতিপ্রিয়াকে Ramsons এর প্রচারে যুক্ত করার পর Ramsons গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ব্রিজেশ পান্ডে আশা প্রকাশ করে জানিয়েছেন, এরপর তাঁরা পূর্বাঞ্চলের বাজারে সহজেই প্রবেশ করতে পারবেন। উল্লেখ্য, দিতিপ্রিয়া রায় বাংলা ফিল্ম ও সিরিয়ালের জগতে একটি সুপরিচিত নাম। টেলিভিশন সিরিয়াল ‘করুণাময়ী রাণি রাসমণি’তে রাণি রাসমণির ভূমিকায় তাঁর অভিনয়ের কারণে তিনি প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। আর, Ramsons পারফিউমস হল পার্সোনাল কেয়ার ক্যাটাগরিতে ভারতের অগ্রণী ও দ্রুত বর্ধনশীল প্রস্তুতকারক। তাদের প্রোডাক্ট রেঞ্জে রয়েছে পারফিউম, ডিওডোর‍্যান্ট, বডি লোশন, বডি অয়েল, ময়েশ্চারাইজার ক্রিম, ট্যাল্ক, এয়ার ফ্রেশনার, ইত্যাদি।

বদলাতে পারে ফেসবুক সংস্থার নাম!

কলকাতাঃ সম্প্রতি ফেসবুক সংস্থাটি তার ব্যবসায়িক কাজকর্ম নিয়ে বিভিন্ন মহলে সমালোচিত হয়েছে। ব্যবসায়িক নীতির কারণে বারবারই গভীর তদন্তের সম্মুখীন হতে হয়েছে ফেসবুককে। ফলে নতুন কোনও নামে রিব্র্যান্ড করা হতে পারে সংস্থাটিকে বলে ইতিমধ্যেই গুঞ্জন শুরু হয়েছে নানা মহলে।

আমেরিকান প্রযুক্তি সংক্রান্ত ব্লগ দ্য ভার্জ-এ প্রকাশিত এক রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে যে, ভাবমূর্তি বদলানোর জন্য ফেসবুকের নাম, লোগো বদলে নতুন কিছু আসতে চলেছে। আগামী ২৮ অক্টোবর ফেসবুকের কানেক্ট কনফারেন্স। সেই দিনই নাম পরিবর্তনের বিষয়ে ফেসবুকের প্রধান মার্ক জুকারবার্গ আলোচনা করবেন বলে মনে করা হচ্ছে।

ফেসবুক অ্যাপ এবং সোশ্যাল মিডিয়া পরিষেবার ব্র্যান্ডিং অপরিবর্তিত থাকতে পারে। ফেসবুকের অধিনে ইনস্টাগ্রাম এবং হোয়াটসঅ্যাপের মতো অন্যান্য কয়েকটি ব্র্যান্ড রয়েছে। তেমনই ফেসবুককে কোন এক পেরেন্ট সংস্থার অধিনস্ত করা হতে পারে। যেমন গুগল, অ্যালফাবেট ইনকর্পোরেটেড প্যারেন্ট সংস্থার অধীনস্থ একটি ব্র্যান্ড। এই রিব্র্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে আগামি দিনে সোশ্যাল মিডিয়া সাইটের তুলনায় নিজেদের মেটাভার্স সংস্থা হিসাবে তুলে ধরতে চাইছে ফেসবুক। গত জুলাই মাসেই জুজুকারবার্গ বলেছিলেন, “আমার মতে সামাজিক প্রযুক্তির অন্যতম সর্বোচ্চ স্তরই হল মেটাভার্স”।

টাটা মোটর্সের গ্রাহক সম্বাদ প্রোগ্রাম

শিলিগুড়ি: ভারতের বৃহত্তম কমার্সিয়াল ভেহিকেল ম্যানুফ্যাকচারার টাটা মোটর্স আগামী ২৩ অক্টোবর ‘ন্যাশনাল কাস্টমার কেয়ার ডে’ হিসেবে পালন করবে। ১৯৫৪ সালে এইদিনে টাটা মোটর্সের জামশেদপুর কারখানা থেকে তাদের প্রথম ট্রাকটি বেরিয়ে এসেছিল। এছাড়া টাটা মোটর্স তাদের বার্ষিক গ্রাহক সম্বাদ কর্মসূচি পালন করবে ২০ থেকে ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত। এই কর্মসূচির লক্ষ্য হল তাদের ‘ইনোভেটিভ সার্ভিস’ ও ‘প্রোডাক্ট অফারিং’ বিষয়ে গ্রাহকদের অবহিত করা। এই সময়ে টাটা মোটর্সের এক্সিকিউটিভগণ গ্রাহকদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে মতামত সংগ্রহ করবেন এবং তাদের চাহিদা, আশা ও সমস্যার কথা জেনে নেবেন, যাতে পরবর্তীতে আফটার সেলস সার্ভিস প্রোডাক্ট অফারিংস আরও উন্নত করা সম্ভব হয়।

উল্লেখ্য, কমার্সিয়াল ভেহিকেল মার্কেটে টাটা মোটর্স অগ্রণী ভূমিকায় রয়েছে। ‘সম্পূর্ণ সেবা ২.০’-এর মাধ্যমে টাটা মোটর্স ‘বেস্ট-ইন-ক্লাস কমার্সিয়াল ভ্যাল্যু-অ্যাডেড সার্ভিস’ প্রদান করে থাকে।

তুফানগঞ্জে ট্রেন্ডসের নতুন স্টোর

ট্রেন্ডস
TRENDS

তুফানগঞ্জ: রিলায়েন্স ট্রেন্ডস ভারতের ক্রমবর্ধমান এবং বৃহত্তম রিটেইল চেইন। যা প্রধানত পোশাক এবং অনান্য আনুষাঙ্গিকের জন্য বিখ্যাত। এই রিলায়েন্স ট্রেন্ডস এবার পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জে তার নতুন স্টোর শুরু করার কথা ঘোষণা করেছে। বলাবাহুল্য, রিলায়েন্স ট্রেন্ডস তার পোশাকের নিত্যনতুন সম্ভার এবং সাশ্রয়ী মূল্যের মাধ্যমে যে ভাবে ভারতে গ্রাহকদের সাথে সংযোগ স্থাপন করেছে, তা দেখে একথায় বলা যায় যে রিলায়েন্স ট্রেন্ডস প্রকৃত অর্থেই ভারতে ফ্যাশনকে গণতন্ত্রীকরণ করছে। তাই মেট্রো, মিনি মেট্রো থেকে শুরু করে টায়ার ১, ২ টাউন এবং এর বাইরেও আজ ফ্যাশানেবেল শপিং-এর ভরসাযোগ্য গন্তব্য হয়ে উঠেছে রিলায়েন্স ট্রেন্ডস।

উল্লেখ্য, তুফানগঞ্জ শহরের এটি রিলায়েন্স ট্রেন্ডসের প্রথম ষ্টোর। ৫৪২৮ বর্গফুটের এই ট্রেন্ডষ্টোরে ভোক্তাদের জন্য বিশেষত ট্রেন্ডি মহিলা ও পুরুষদের জন্য আকর্ষণীয় দামের পোশাকের সম্ভার রয়েছ। শুধু বড়দেরই নয়, পাশাপাশি বাচ্চাদেরও আকর্ষণীয় পোশাক রয়েছে। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য বিশেষ উদ্বোধনী অফারও রয়েছে। গ্রাহকরা ৩৪৯৯ টাকার কেনাকাটার উপরে ১৯৯ টাকার আকর্ষণীয় উপহার পাবেন। শুধু তাই এছাড়াও গ্রাহকরা ২৯৯৯ টাকার কেনাকাটা একেবারে বিনামূল্যে ৩০০০ টাকার একটি কুপনও পাবেন।

প্রোপটাইগার ডটকমে আবাসনের দাম বাড়ায় ক্রেতাদের অস্থায়ী ছাড়

কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই বছরের বাজেটের আংশ হিসাবে শতকরা ২ভাগ স্ট্যাম্প ডিউটি এবং বৃত্তের হার ১০শতাংশ কমিয়ে দেয়। এর ফলে কলকাতায় আবাসনের চাহিদা কিছুটা হলেও বেড়েছে।

আরইএ রিয়েল এস্টেট কোম্পানি প্রোপটাইগার ডটকমের ত্রৈমাসিক রিপোর্ট অনুসারে আবাসন নিরমাতারা চলতি বছরের জুলাই-সেপ্টেম্বরে কোলকাতায় ২৬৫১ ইউনিট বিক্রি করছে। যার ফলে বারষিক বৃদ্ধির সংখ্যা শতকরা ৭ ভাগ এবং ত্রৈমাসিক হিসাবে শতকরা ১১২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজ্য সরকারের প্রস্তাব অনুযায়ী কলকাতা শহর ও পৌর এলাকায় সম্পত্তি কেনার জন্য মাত্র চার পারসেন্ট এবং গ্রামাঞ্চলে তিন পারসেন্ট শুল্ক দিতে হচ্ছে। যা চলতি বছরের অক্টোবর পযর্ন্ত বৈধ।

প্রোপটাইগার ডটকমের বিজনেস হেড রাজন সুদ বলেন, গুরুত্বপূর্ণ ইনপুট উপাদান খরচ বৃদ্ধির কারণে নিরমানের সামগ্রিক ব্যয় বেড়েছে তা সত্ত্বেও ক্রেতাদের সাময়িকভাবে ছাড় দেওয়া হচ্ছে।

ক্যাসট্রল সুপার মেকানিক কনটেস্ট শুরু

শিলিগুড়ি: ভারতের শীর্ষস্থানীয় লুব্রিকেন্ট কোম্পানি ক্যাসট্রল ইন্ডিয়া সুপার মেকানিক কনটেস্টের (এসএমসি) চতুর্থ সংস্করণ চালু করল। উল্লেখ্য,ক্যাসট্রলের এই প্রতিযোগিতাটি টিভি ৯ নেটওয়ার্কের সাথে যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত হবে। এসএমসি-র এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ কারি প্রতিযোগিদের দেশব্যাপী অংশগ্রহণকারি মেকানিস্কদের সাথে নিজেদের দক্ষতা প্রমাণ করতে হবে।ক্যাসট্রলের লক্ষ্য হল, তার মাস্টার ক্লাসের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত মেকানিস্কের সংখ্যাকে চার গুণ বৃদ্ধি করা।

প্রতিযোগিতার রেজিস্ট্রেশন ভয়েস রেসপন্স(আইভি আর) রাউন্ডের পাশাপাশি একটি ডেডিকেটেড ওয়েবপোর্টালের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। উল্লেখ্য, এখানে হিন্দি, বাংলা সহ প্রায় নয়টি ভাষা উপলব্ধ রয়েছে। এই এসএমসি প্রতিযোগিতার আয়োজন করবে অভিনেতা রবি দুবে। যিনি ২০১৭ সাল থেকেই এই প্রতিযোগিতার মুখ। ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেন, ক্যাসট্রল সুপার মেকানিক প্রতিযোগিতা হল ভারত সরকারের একটি দক্ষতা মিশন প্রোগ্রাম যা দেশ জুড়ে দক্ষ মেকানিস্ক খুঁজে বের করতে সাহায্য করবে।

ক্যাসট্রল ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর সন্দীপ সাংওয়ান বলেন, আমরা ক্যাসট্রল ইন্ডিয়ার চতুর্থ সংস্করণ শুরু করতে পের খুবই আনন্দিত। এর মাধ্যমে দেশব্যাপী মেকানিকরা তাদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পাবে। তিনি আরও বলেন, গ্রান্ড ফিনালে অনুষ্ঠিত হবে দিল্লি এনসিআর-এ। যেখানে সম্মানিত বিশিষ্ট ব্যাক্তিদের উপস্থিতিতে বিজয়ীদের পুরষ্কৃত করা হবে। অংশীদ্বারিত্বের বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে টিভি ৯ নেটওয়ার্কের সিইও বরুন দাস বলেন, টিভি ৯ নেটওয়ার্ক ক্যাসট্রলসুপার মেকানিক প্রতিযোগিতার সাথে যুক্ত হতে পেরে উচ্ছ্বসিত।

সিগ্রাম’স রয়্যাল স্ট্যাগের #ইনইটটুউইনইট ক্যাম্পেন

শিলিগুড়ি : আইসিসি মেনস টি২০ ওয়ার্ল্ড কাপের জন্য সিগ্রাম’স রয়্যাল স্ট্যাগ এক নতুন ক্যাম্পেন শুরু করল - #ইনইটটুউইনইট। এই ক্যাম্পেনের উদ্দেশ্য শুধু ক্রিকেট উৎসব উদযাপন নয়, টিম ইন্ডিয়াকে সাপোর্টের মাধ্যমে ওয়ার্ল্ড কাপ দেশে নিয়ে আসার প্রচেষ্টাকে সাপোর্ট করা। এই ক্যাম্পেনে অংশ নিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটার রোহিত শর্মা, যশপ্রীত বুমরাহ্ ও সূর্যকুমার যাদব। সেইসঙ্গে আছেন গ্লোবাল সুপারস্টার কেন উইলিয়ামসন, আঁদ্রে রাসেল, মিশেল স্টার্ক ও ফাফ ডু প্লিসিস। ভারতের ক্রিকেট উৎসাহীদের কাপ জয়ের জন্য নীল জার্সির খেলোয়াড়দের সমর্থনে এককাট্টা করাই এই ক্যাম্পেনের লক্ষ্য।

কনজিউমার প্রোমোশনের জন্য চালু করা #ইনইটটুউইনইট ক্যাম্পেনে সোস্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বা মিসড কল (৭৩২৯০৭৩২৯০) দিয়ে অংশ নিয়ে গ্রাহকরা টি২০ ওয়ার্ল্ড কাপ দেখার সুযোগ পাবেন ইউএই-তে। এই ক্যাম্পেন প্রচারিত হবে বিভিন্ন মাধ্যমে, যেমন ডিজিটাল, প্রিন্ট, রেডিয়ো এবং ওওএইচ।

টেফ লঞ্চ করল ম্যাসি সার্ভিস উৎসব

কলকাতা: ট্রাক্টর্স অ্যান্ড ফার্ম ইকুইপমেন্ট লিমিটেড (টেফ) তাদের মেগা ট্রাক্টর সার্ভিস ক্যাম্পেন 'ম্যাসি সার্ভিস উৎসব' শুরু করল। এই 'ম্যাসি সার্ভিস উৎসব'-এর উদ্দেশ্য তিন সহস্রাধিক 'হাইলি স্কিল্ড' ও 'ওয়েল ট্রেইন্ড' মেকানিকের তত্ত্বাবধানে ১৫০০টিরও বেশি অথরাইজড ওয়ার্কশপের মাধ্যমে কৃষকদের ট্রাক্টর রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্ভিসের ব্যয় হ্রাস করা। ম্যাসি সার্ভিস উৎসব উপলক্ষে পুরনো ট্রাক্টর এক্সচেঞ্জ করা ও নতুন ম্যাসি ফার্গুসন ট্রাক্টর বুকিং করা যাবে। উৎসবের মরশুমে এই উদ্যোগের মাধ্যমে ১০ লক্ষেরও বেশি গ্রাহকের কাছে পৌঁছানো যাবে বলে আশা করছে টেফ (TAFE)।

টেফ-এর ম্যাসি সার্ভিস উৎসব চলাকালীন প্রত্যেক ট্রাক্টর মালিক আকর্ষণীয় অফার ও ডিসকাউন্টের সুবিধা পাবেন। গ্রাহকরা টেলি-কল, এসএমএস, হোয়াটসঅ্যাপ ও সোস্যাল মিডিয়া প্লাটফর্মের মাধ্যমে অথরাইজড ডিলারদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন। প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রাহকদের জন্য গ্রামীণ সেবা শিবিরের ব্যবস্থা থাকছে।

ব্লেন্ডার্স প্রাইড ফ্যাশন ট্যুর

শিলিগুড়ি: গত ৬ অগাস্ট ফ্যাশন ডিজাইন কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া'র (এফডিসিআই) সহযোগিতায় ব্লেন্ডার্স প্রাইড ফ্যাশন ট্যুর 'দ্য শোকেস' শুরু হয়েছিল, যার উদ্দেশ্য ছিল নেক্সট জেনারেশনের ফ্যাশন ডিজাইনার, শাটারবাগ, মডেল ও কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের সন্ধান করা যাতে তারা নিজেদের কর্মজীবনের পথে এগিয়ে যেতে পারেন।

দেশব্যাপী সাড়া জাগিয়ে ও টিম চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পর সেকেন্ড এডিশনের বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করেছে 'দ্য শোকেস'। বিজয়ীরা হলেন – পন্ডিচেরীর ফ্যাশন ডিজাইনার নৌসাদ আলি, নতুন দিল্লির সম্ভাবনাময় মডেল ইশপ্রীত কাউর, নতুন দিল্লির ফ্যাশন শাটারবাগ তনয় বব্বর, মুম্বইয়ের কর্পোরেট প্রফেশনাল এবং ফ্যাশন ও লাইফস্টাইল কনটেন্ট ক্রিয়েটর ঊর্বশী চৌধুরি। সেকেন্ড এডিশনের সমাপ্তির মধ্য দিয়ে দেশের তরুণ ও উচ্চাশাবিশিষ্ট প্রতিভাবানদের এক সার্বিক মঞ্চ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে 'দ্য শোকেস' ।

ডিজাইনার আদা মালিক (মুম্বই), মডেল কণিষ্ক মহেশ্বরী (বরেলি), শাটারবাগ শ্রেয়াংশ ডুঙ্গরওয়াল (হায়দ্রাবাদ) ও কন্টেন্ট ক্রিয়েটর আরিয়া কৃষ্ণমূর্তি (হায়দ্রাবাদ) ফার্স্ট রানার আপ টিমে স্থান পেয়েছেন। সেকেন্ড রানার টিমে রয়েছেন ডিজাইনার শ্রীগোকুল বিশ্বনাথ (কন্নর), মডেল অনিবার্য পাওয়ার (মুম্বই), শাটারবাগ প্রতিম শঙ্কর (মুম্বই) ও কন্টেন্ট ক্রিয়েটর শ্রীয়া কান্দুদে (হায়দ্রাবাদ)। বিজয়ীরা তাদের সম্পাদিত কাজ ব্লেন্ডার্স প্রাইড ফ্যাশন ট্যুরের নেক্সট এডিশনে প্রদর্শন করার সুযোগ পাবেন। সেইসঙ্গে তারা ফ্যাশন ডিজাইন কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্কের ফলে নানারকম সুবিধা পাবেন। বিভিন্ন সুযোগের পাশাপাশি তারা নগদ অর্থও পাবেন পুরস্কার হিসেবে।

ভি বিজনেস গ্রাহকদের জন্য গুগল ওয়ার্কস্পেস

শিলিগুড়ি : ভোডাফোন আইডিয়া লিমিটেডের এন্টারপ্রাইজ শাখা ভি বিজনেস এসএমই ও স্টার্ট-আপদের জন্য কোলাবোরেশন সলিউশন প্রদানের লক্ষ্যে গুগল ক্লাউড ইন্ডিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক-বন্ধন গড়ে তুললো। বিজনেস অবজেক্টিভ ও এমপ্লয়ি ফ্লেক্সিবিলিটির মধ্যে সমতা বজায় রাখার জন্য গুগল ওয়ার্কস্পেস ভি বিজনেস প্লাস গ্রাহকদের কোনও বাড়তি ব্যয় ব্যতিরেকেই বিভিন্ন প্রোডাক্টিভিটি অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে সাহায্য করবে, যেমন গুগল মীট, জিমেইল, ড্রাইভ, শীটস, স্লাইডস, ডকস ও ক্যালেন্ডার।

এই পার্টনারশিপের উদ্দেশ্য স্মল বিজনেসেস ও তাদের কর্মীদের মধ্যে কার্যকর ও নিরাপদ পন্থায় ফ্লেক্সিবিলিটি ও কানেক্টিভিটি গড়ে তোলা। ৩৯৯ টাকা থেকে শুরু মাসিক ব্যয়ে ভি বিজনেস প্লাস গ্রাহকরা তাদের প্ল্যান মিক্স ও ম্যাচ করার মাধ্যমে বিভিন্ন ফিচার ব্যবহার করতে পারবেন, যেমন রিয়াল-টাইম কোলাবোরেশন ও কমিউনিকেশন, এডিটিং, প্রিভেন্টিং ডেটা লস, ডেটা সিকিউরিটি, ফাইল শেয়ারিং, জিমেইল মেসেজ ডিজিটালি সাইন ও এনক্রিপ্ট করা ইত্যাদি।

যেকোনও স্থান থেকে কাজ করার জন্য এন্টারপ্রাইজ ও ওয়ার্কিং প্রফেশনালদের ফ্লেক্সিবিলিটি ও ফ্রীডম প্রদানের মধ্য দিয়ে ভি বিজনেস প্লাস প্ল্যান তাদের এমন সুবিধা দেবে যাতে তারা বিজনেস প্রোডাক্টিভিটি ও এমপ্লয়ি ওয়েলবিয়িং-এর মধ্যে যথাযথ সমতা রক্ষা করতে পারেন।

অ্যামাজন ইন্ডিয়ার 'ডেলিভারিং স্মাইলস'

আসানসোল: দেশে বর্তমানে চলতে থাকা 'ডিজিটাল ডিভাইড' দূরীকরণের জন্য ও সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীগুলির শিক্ষার্থীদের ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহারের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য অ্যামাজন ইন্ডিয়া 'ডেলিভারিং স্মাইলস' উদ্যোগের সূচনা করল।

এই উদ্যোগের আওতায় অ্যামাজন সুবিধাবঞ্চিত তরুণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ২০,০০০ ডিজিটাল ডিভাইস বন্টন করবে। এজন্য ১৫০টিরও বেশি বড় ও ছোটো অলাভজনক সংস্থার সঙ্গে পার্টনারশিপে আবদ্ধ হয়েছে অ্যামাজন ইন্ডিয়া। এর ফলে ১০০,০০০ পড়ুয়া উপকৃত হবে। এছাড়া, গ্রাহক ও কর্মীদের উৎসাহিত করে আবেদন জানানো হবে তারা যেন নগদ টাকা অথবা তাদের ব্যবহৃত মোবাইল ফোন দান করেন। ওই ফোনগুলি 'রিফার্বিশ' করে ডিজিটাল লার্নিং ডিভাইস হিসেবে তরুণ পড়ুয়াদের মধ্যে বন্টন করা হবে।

'ডেলিভারিং স্মাইলস' উদ্যোগের মাধ্যমে অ্যামাজন ইন্ডিয়া সুবিধাবঞ্চিত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সরাসরি ডিজিটাল ডিভাইস বন্টন করবে। দানের অর্থ সংগ্রহ করার জন্য 'অ্যামাজন পে' ও 'গিভইন্ডিয়া'র মধ্যে চুক্তি হয়েছে। সংগৃহিত অর্থ ব্যয় করা হবে পড়ুয়াদের জন্য নতুন ডিভাইস, ডেটা কার্ড ও ডিজিটাল অ্যাক্সেসরিজ ক্রয়ের জন্য। গ্রাহকরা তাদের পুরনো মোবাইল ফোন অনলাইনে দান করতে পারবেন। এগুলি 'রিফার্বিশ' করে ভারতের অগ্রণী অলাভজনক সংস্থা 'গুঞ্জ'কে দেওয়া হবে অসংখ্য তরুণ-বয়সীদের মধ্যে বন্টনের জন্য।

সংক্রমণ থেকে রক্ষায় সাহায্য করে অ্যাপ্টিভেট

অ্যাপ্টিভেট
Aptivate
Maintaining Health, Naturally
Aptivate

শিলিগুড়ি: কোভিড-১৯'এর সম্ভাব্য তৃতীয় ঢেউ আসার ক্ষেত্রে শিশুদের নিয়ে নানামহলে দুঃশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে। লকডাউন তুলে নেওয়া ও স্কুল খোলা শুরু হচ্ছে, তাই অভিভাবকদেরও অনেক বেশি সতর্ক হতে হবে শিশুদের সুরক্ষার ব্যাপারে।

রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির কথা চিন্তা করে মায়েদের লক্ষ্য রাখতে হবে তাদের শিশুরা যেন বাড়িতে রান্না করা খাবার-সহ স্বাস্থ্যকর ও সুষম খাদ্য গ্রহণ করে। লিউপিনের অ্যাপ্টিভেট একটি আয়ুর্বেদীয় সিরাপ। এটি ক্ষুধা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এতে রয়েছে গিলয়, আমলা ও পিপ্পলি-সহ নয়টি প্রাকৃতিক উপাদান। এগুলি শিশুদের স্বাভাবিক উপায়ে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে বলে আয়ুষ মন্ত্রালয়ের অনুমোদনপ্রাপ্ত। এইসব চিরায়ত প্রাকৃতিক উপাদানের কারণে অ্যাপ্টিভেট একটি নিরাপদ ক্ষুধাবর্ধক। এর নিয়মিত সেবনে শিশুদের স্বাভাবিকভাবে ক্ষুধা বৃদ্ধি পায় এবং রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। অভিভাবকদের উচিত এটা নিশ্চিত করা যে তাদের শিশুরা যেন ইমিউনিটির জন্য স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য গ্রহণ ছাড়াও যথেষ্ট শারীরিক সক্রিয়তা বজায় রাখে, জল ও অন্যান্য তরল পাণীয় গ্রহণ করে এবং পর্যাপ্ত ঘুম থেকে বঞ্চিত না হয়।

ইন্টাসের ইটাস্পোর-এসবি ফর্টে

কলকাতা: অগ্রণী ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি ইন্টাস ফার্মাসিউটিক্যালস অ্যান্টিফাঙ্গাল থেরাপির ক্ষেত্রে এক নতুন অবদান রাখলো। ইন্টাস নিয়ে এসেছে বিশ্বের প্রথম সুপার বায়োঅ্যাভাইলেবল ইট্রাকোনাজোল-এসবি ১০০এমজি। এর ব্র্যান্ড নাম 'ইটাস্পোর-এসবি ফর্টে/ সুবাউইন'। সম্প্রতি এটি ইন্ডিয়ান রেগুলেটরি অথরিটির অনুমোদনও পেয়েছে।

ফাঙ্গাল ইনফেকশনের চিকিৎসার জন্য বাজারে চালু থাকা ইট্রাকোনাজোল ঔষধ রোগীর খাদ্যাভ্যাস ও অন্যান্য অবস্থার কারণে সমভাবে কার্যকর হতে পারে না। চিকিৎসাজনিত ব্যয়ও তুলনামূলকভাবে বেশি। আশা করা হচ্ছে ইটাস্পোর-এসবি ফর্টে/সুবাউইন রোগীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। ঔষধের ডোজ অর্ধেক হয়ে যাবে, আর সেইসঙ্গে রোগীরা সহজেই এটি সেবন করতে পারবেন। চিকিৎসাজনিত ব্যয়ও অনেক কমে যাবে।

ইন্টাস ফার্মাসিউটিক্যালসের সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও হেড (মেডিক্যাল অ্যাফেয়ার্স) ডাঃ অলোক চতুর্বেদী জানান, ২৫ বছরের পুরনো 'ইটাস্পোর' ব্র্যান্ডটিকে নতুন ফর্মুলায় তৈরি করা হয়েছে সুপার বায়োঅ্যাভাইলেবল (এসবি) টেকনোলজি ব্যবহার করে। এর ফলে ১টি ইটাস্পোর-এসবি ফর্টে ক্যাপসুল পূর্বের ২০০এমজি ইট্রাকোনাজোলের সমতুল্য হয়েছে।

ভারতীয় পড়ুয়াদের নিয়ে সারভে

কলকাতা: বিদেশে শিক্ষা গ্রহণ, বিশেষত আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন ভারতীয়দের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নের তরফ থেকে করা একটি সারভেতে দেখা গিয়েছে যে, উচ্চ টিউশন ফি- এর কারণে প্রতি শিক্ষার্থীর মধ্যে অত্যন্ত তিনজন উচ্চ টিউশন ফি- এর কারণে তাদের কোর্স নির্বাচন করার সময় বৃত্তি খোঁজে। ভারতীয় শিক্ষার্থীদের এই অসুবিধা দূর করতে ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন ১৯৯৩ সাল থেকে সবচেয়ে বড় মানি মুভমেন্ট নেটওয়ার্ক হিসেবে ভারতে কাজ করছে।

উল্লেখ্য, ইয়েস ব্যাংকের সহযোগিতায় ডব্লিউ ইউ ডট কমের মাধ্যমে ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন তার বহির্মুখী রেমিট্যান্স পরিষেবার সাথে এখন উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, ল্যাটিন আমেরিকার কিছু অংশ, মধ্যপ্রাচ্য সহ বিশ্বের প্রধান প্রধান দেশে শিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক ভারতীয় শিক্ষার্থীদের টাকা পাঠানোর জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে।

ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নের সারভেতে দেখা গেছে, পছন্দের দেশের দিক থেকে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়া শীর্ষ চারটি গন্তব্যস্থল হিসাবে দাঁড়িয়েছে, তখন জার্মানি, ইতালি, আয়ারল্যান্ড, তুরস্ক, রাশিয়া এবং চীনের মতো নতুন দেশগুলিতে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নের মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়া প্যাসিফিকের প্রধান সোহিনী রাজোলা বলেন, এই কারণে শিক্ষার্থীদের লক্ষ্যগুলি ভালোভাবে বোঝার জন্যই ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নের তরফ থেকেই এই সারভে করা হয়েছে।

নিয়মিত ব্যায়াম ও প্রোটিন-সমৃদ্ধ খাদ্য প্রয়োজন

কলকাতা: শরীরে মাসলের পরিমাণ বাড়াতে ও ফ্যাট কমাতে প্রোটিন খুবই প্রয়োজন। হাই-প্রোটিন ডায়েট শুধু মেটাবলিজম বাড়ায় না, ক্ষুধাও কমায় এবং ওজন-নিয়ন্ত্রণকারী হর্মোনের ওপরে প্রভাবও ফেলে। ওজন কমিয়ে সুস্থ শরীর গড়ার কাজে প্রোটিন একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। খাদ্যতালিকায় যোগ করার মতো অনেকরকম প্রোটিন-সমৃদ্ধ খাদ্য রয়েছে, যেমন চর্বিহীন মাংস, ডিম, মাছ, আমন্ড, দুধ, ইত্যাদি।

সেলিব্রিটি ফিটনেস ইনস্ট্রাক্টর ইয়াসমিন করাচিওয়ালার পরামর্শ অনুসারে, দিনের শুরুতে ফল ও আমন্ড, ডিম, গ্রিলড চিকেন ও প্রচুর ভেজিটেবল-যুক্ত স্যালাড খাওয়া উচিত। আমন্ডের মতো বাদাম প্রোটিনে ভরপুর। এতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কম্পাউন্ড ছাড়াও রয়েছে ভিটামিন-বি২, ভিটামিন-ই, ম্যাগনেশিয়াম, ফসফরাস ইত্যাদি, যেগুলি শরীরের পক্ষে উপকারী।

ডিজার্টসের জন্য আমন্ডের মতো বাদাম মেল্টেড ডার্ক চকোলেটে ডুবিয়ে খাওয়া যেতে পারে। ওয়ার্ক-আউটের আগে কলা ও কিছু আমন্ড খেলে বাড়তি শক্তি পাওয়া যায়। একটি সমীক্ষায় জানা গেছে, প্রতিদিন ৪৩ গ্রাম ড্রাই-রোস্টেড ও লাইটলি সল্টেড আমন্ড খেলে ক্ষুধা হ্রাস করে এবং শারীরিক ওজন না বাড়িয়েও ডায়েটারি ভিটামিন-ই ও মোনোআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট ইনটেক বৃদ্ধি করে। সুগঠিত শরীরের জন্য প্রোটিন-সমৃদ্ধ ডায়েট ও দৈনিক ওয়ার্কআউট খুবই প্রয়োজনীয়।

ভি ও অ্যাথোনেটের পার্টনারশিপ

শিলিগুড়ি: অগ্রণী টেলিকম অপারেটর ভোডাফোন ইডিয়া লিমিটেড ইন্ডাস্ট্রি ৪.০ নির্মাণের জন্য ৫জি-ভিত্তিক সলিউশনস পরীক্ষার জন্য এক প্রাইভেট এলটিই ও ৫জি সলিউশনস প্লাটফর্ম প্রোভাইডার অ্যাথোনেট-এর সঙ্গে এক পার্টনারশিপে আবদ্ধ হলো। এই ট্রায়াল ভারত সরকারের টেলিকম বিভাগ প্রদত্ত ৫জি স্পেক্ট্রাম দ্বারা চালিত হবে।

পুণে শহরে ভি ৫জি ট্রায়াল চালু করেছে ক্লাউড কোর এন্ড-টু-এন্ড ক্যাপ্টিভ নেটওয়ার্ক সেট-আপে। প্রাথমিক ট্রায়ালের ফলে দেখা যাচ্ছে, পুণে শহরে ভি 'ভেরি লো ল্যাটেন্সি'-সহ ৩.৭ জিবিপিএস-এর থেকেও বেশি 'পিক স্পীড' অর্জনে সমর্থ হয়েছে। স্মার্ট সিটি ও ইন্ডাস্ট্রি ৪.০ ৫জি বাস্তবায়নের কাজকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করবে।

এমপাওয়ার ফাইন্যান্সিং আন্তর্জাতিক ছাত্রদের জন্য ঋণের সীমা বাড়িয়েছে

দুর্গাপুর: এমপাওয়ার (MPOWER) ফাইন্যান্সিং, আন্তর্জাতিক এবং ডাকা (DACA) শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ঋণের ক্ষেত্রে ঋণের সীমা ৫০,০০০ ডলার থেকে বাড়িয়ে ১,০০,০০০ ডলার করেছে যা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৭৫ লাখ টাকা। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে ঋণের সীমা বৃদ্ধি করে, এমপাওয়ার নিশ্চিত করছে যে ভারতের উচ্চ প্রতিশ্রুতিযুক্ত ছাত্রদের শিক্ষায় আরও বেশি অ্যাক্সেস রয়েছে।

এমপাওয়ার ঋণ শিক্ষা-সংক্রান্ত যে কোনো খরচের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে টিউশন, আবাসন খাবার, বই এবং স্বাস্থ্য বীমা। এমপাওয়ার ফাইন্যান্সিংয়ের সিইও মানু স্মাদজা বলেছেন, "আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রচুর মেসেজ পেয়েছি যা ইঙ্গিত করে যে আরও আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন। আমরা সন্তুষ্ট যে আমরা এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় শিক্ষাকে আরও অর্জনযোগ্য করার জন্য আরও আর্থিক সংস্থান দিতে পারি।" এমপাওয়ার-এর ঋণগুলি সমান্তরাল-মুক্ত এবং কোসাইনর-মুক্ত, এবং শিক্ষার্থীরা এমপাওয়ার-এর পাথ টু সাকসেস (Path2Success) প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রশংসাসূচক ক্রেডিট-বিল্ডিং, অভিবাসন নির্দেশিকা এবং চাকরির নিয়োগে সহায়তা থেকে উপকৃত হয়।

অ্যামওয়ে ইন্ডিয়ার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর অমিতাভ বচ্চন

Amway
NUTRILITE

শিলিগুড়ি: দেশের অন্যতম অগ্রণী ডাইরেক্ট সেলিং এফএমসিজি কোম্পানি অ্যামওয়ে ইন্ডিয়া তাদের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে বলিউড মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চনকে নিয়োগ করল। এখন থেকে এই প্রবীণ অভিনেতা সকল প্লাটফর্মে অ্যামওয়ে ব্র্যান্ড ও নিউট্রিলাইট রেঞ্জের প্রোডাক্টসের প্রচার করবেন।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ব্যাপারে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে অ্যামওয়ে ইন্ডিয়া বর্ধিষ্ণু বাজারের চাহিদার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে নানারকম উদ্ভাবনী পন্থা অবলম্বন করে চলেছে। এইজন্য, সম্প্রতি অ্যামওয়ে ইন্ডিয়া কিছু 'পাওয়ারফুল নিউট্রিশনাল প্রোডাক্ট' বাজারে এনেছে, যেমন নিউট্রিলাইট ভিটামিন সি চেরী প্লাস ও নিউট্রিলাইট ভিটামিন ডি প্লাস। এগুলি নিজস্ব ক্যাটাগরিতে যুগান্তর ঘটিয়েছে এবং ৬০ শতাংশেরও বেশি 'বিজনেস রেভিনিউ' অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। গ্রাহকদের চাহিদার প্রবণতার দিতে লক্ষ্য রেখে অ্যামওয়ে চলছে এবং ২০২৪ সাল নাগাদ নিউট্রিশন ক্যাটাগরিতে ৬৫ শতাংশ পর্যন্ত অবদান রাখার আশা করছে।

ভারতে ডিজিটাল ক্যারিয়ার কাউন্সেলিংয়ের বিপ্লবে প্রোটিন

কলকাতা: প্রোটিন তার পরবর্তী প্রজন্মের ডিজিটাল এবং সমন্বিত একাডেমিক এবং ক্যারিয়ার গাইডেন্স প্ল্যাটফর্ম চালু করার ঘোষণা করেছে। প্রোটিন সহজ নেভিগেশন, একটি আকর্ষক ইন্টারফেস, ব্যক্তিগত বিষয়বস্তু, কর্মযোগ্য একাডেমিক এবং ক্যারিয়ারের পথ, গ্যামিফিকেশন এবং আরও অনেক কিছু নিয়ে গর্ব করে।

প্রোটিন-এর থ্রিডি সচেতনতা ইঞ্জিন সমন্বিত একাডেমিক এবং ক্যারিয়ার নির্দেশিকা, বিশ্লেষণ প্রদান করে এবং ছাত্র, পরামর্শদাতা এবং অভিভাবকদের ক্ষমতায়ন করে। এটি ব্যাপক অন্তর্দৃষ্টি সহ সমস্ত ছাত্রদের জন্য শীর্ষ স্ট্রীম এবং ক্যারিয়ারের সুপারিশ প্রদান করে। ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে, প্রোটিন ১৫০+ প্রতিষ্ঠান এবং ক্যারিয়ার কেন্দ্রগুলিতে ৬০০০০ এরও বেশি শিক্ষার্থীদের একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে এবং ৬০০+ ক্যারিয়ার ডেমো এবং ৩০০০+ পরীক্ষামূলক কাজের সাথে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য পরিচিত। লঞ্চের কথা বলতে গিয়ে, প্রোটিনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পরিধি খাইতান বলেন, "আমাদের ব্যবহারকারীদের দাবি করা ভারতের প্রথম সম্পূর্ণ ডিজিটাল চালিত এবং সমন্বিত একাডেমিক স্ট্রিম এবং ক্যারিয়ার গাইডেন্স প্ল্যাটফর্ম প্রকাশ করতে পেরে আমরা গর্বিত - আমরা তাদের কথা শুনেছি এবং তারা যা চেয়েছে তা পৌঁছে দিয়েছে!"

দীপাবলির বিশেষ উপহার আমন্ড

কলকাতা: আলোর উৎসব দীপাবলি যত কাছে আসছে উত্তেজনাও ততোই বাড়ছে। মাটির প্রদীপ, রঙ্গোলির ডিজাইন, উপহার সবকিছু নিয়ে ব্যস্ততা এখন প্রায় তুঙ্গে। উল্লখ্য, দীপাবলির একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হল উপহার বিনিময়ের প্রাচীন ঐতিহ্য। তাই স্বাস্থ্য-এর প্রতি নজর রেখে আমন্ড বাদামের চেয়ে ভালো উপহার আর কিছু হতে পারেনা। ভিটামিন ই, ডায়েটারি ফাইবার, প্রোটিন, রিবোফ্লাভিন, ম্যাঙ্গানিজ, ফোলেটসহ ১৫টি পুষ্টির উৎস থাকায় সুস্বাস্থ্যের উপহার হিসেবে আমন্ড বাদাম আজ সর্বজনবিদিত।

দিল্লির ম্যাক্স হেলথকেয়ারের আঞ্চলিক প্রধান-ডায়েটেটিক্স, রিতিকা সমাদ্দারের মতে, দীপাবলি মানেই প্রচুর মিষ্টি এবং ভাজা। তাই এই সময়ে স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। আর সেজন্যই আমন্ডই হবে দীপাবলির আদর্শ উপহার।

সেনাবাহিনীর জন্য আইসিআইসিআই ব্যাংকের অফার

গ্যাংটক: ইন্ডিয়ান আর্মি ও আইসিআইসিআই ব্যাংকের 'মেমোরান্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং' (মউ) পুণর্নবীকরণ করা হল। এর ফলে 'ডিফেন্স স্যালারি অ্যাকাউন্ট'-এর মাধ্যমে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মীদের নানারকম সুবিধা প্রদান করা হবে। মউ অনুসারে, আইসিআইসিআই ব্যাংক সেনাকর্মীদের নানারকম সুবিধা প্রদান করবে, যেমন জিরো ব্যালান্স অ্যাকাউন্ট, 'প্রেফারেন্সিয়াল অ্যালটমেন্ট অফ লকার্স' এবং আইসিআইসিআই ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংকের এটিএম-গুলিতে অসীমিত নিঃশুল্ক লেনদেনের সুবিধা।

নবায়িত সুবিধাগুলির মধ্যে বিভিন্ন বীমা প্রকল্পের ব্যবস্থা থাকছে। অ্যাকাউন্ট হোল্ডারগণ ৫০ লক্ষ টাকার 'পার্সোনাল অ্যাক্সিডেন্ট ইন্স্যুরেন্স কভার' পাবেন, যার সঙ্গে থাকবে জঙ্গী হানায় মৃত্যুর ক্ষেত্রে বাড়তি ১০ লক্ষ টাকার বীমা। সেনাকর্মীদের দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর ক্ষেত্রে বীমার আওতায় থাকবে সন্তানদের শিক্ষাখাতে ৫ লক্ষ টাকা ও কন্যাসন্তানের জন্য অতিরিক্ত ৫ লক্ষ টাকা।

আইসিআইসিআই ব্যাংক নবায়িত মউ-এর যাবতীয় সুবিধা বর্তমানে 'ডিফেন্স স্যালারি অ্যাকাউন্টের' গ্রাহক এমন সেনাকর্মীদের দেবে স্বচালিত পদ্ধতিতে। আইসিআইসিআই ব্যাংকের 'ডিফেন্স স্যালারি অ্যাকাউন্টের' সুবিধা ভোগ করতে পারবেন মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস (এমইএস) ও বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন (বিআরও) কর্মীরা ও অন্যান্য ডিফেন্স সিভিলিয়ানগণও। উল্লেখ্য, দিল্লিতে মউ স্বাক্ষর হয়েছে লে. জেনারেল আর পি কলিতা (ডিরেক্টর জেনারেল, ম্যানপাওয়ার প্ল্যানিং অ্যান্ড পার্সোনেল সার্ভিসেস, ইন্ডিয়ান আর্মি) ও আইসিআইসিআই ব্যাংকের 'রিজিয়োনাল বিজনেস হেড অ্যান্ড হেড অফ ডিফেন্স ইকোসিস্টেম' বিশাল বাত্রা'র মধ্যে।

ভি-র #স্পীডসেবাধো ক্যাম্পেন

শিলিগুড়ি: ফিক্সড ব্রডব্যান্ড ও মোবাইল নেটওয়ার্ক টেস্টিং অ্যাপ্লিকেশনসের গ্লোবাল লিডার উকলা ভারতের 'ফাস্টেস্ট মোবাইল নেটওয়ার্ক' হিসেবে স্বীকৃতি দিল ভি-কে। কিউ১-কিউ২ ২০২১-এর স্পীডটেস্ট ইন্টেলিজেন্স ডেটার ভিত্তিতে এই স্বীকৃতি। উকলার স্বীকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের অগ্রণী টেলিকম অপারেটর ভি তাদের #স্পীডসেবাধো ক্যাম্পেন-এর পরবর্তী পর্যায় শুরু করেছে।

ভি-র এই ক্যাম্পেনে তিনটি টিভিসি থাকছে, যেগুলিতে তুলে ধরা হয়েছে দৈনন্দিন জীবনে 'ফাস্টেস্ট মোবাইল নেটওয়ার্ক' ভি গিগানেট-এর ক্ষমতার বিবরণ। ১০ সপ্তাহব্যাপী ক্যাম্পেনটি শুরু হয়েছে ২৩ অক্টোবর - আইসিসি মেন'স টি২০ ওয়ার্ল্ড কাপের সুপার ১২ স্টেজ ম্যাচগুলির সূচনাপর্বে।

গ্লেনমার্কের রেমো এমভি ও রেমোজেন এমভি

কলকাতা: টাইপ ২ ডায়াবিটিসের চিকিৎসার জন্য গ্লেনমার্ক ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড একটি পেটেন্ট প্রোটেক্টেড, গ্লোবালি রিসার্চড ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন (এফডিসি) লঞ্চ করল – সোডিয়াম গ্লুকোজ কো-টান্সপোর্টার ইনহিবিটর (এসজিএলটি২আই) – রেমোগ্লিফ্লোজিন এটাবোনেট এবং আরেকটি ডিপিপি৪ ইনহিবিটর (ডাইপেপটিডাইল পেপটিডেজ ৪ ইনহিবিটর) – ভিল্ডাগ্লিপটিন, যার সঙ্গে রয়েছে মেটফর্মিন (টাইপ ২ ডায়াবিটিসের চিকিৎসার জন্য ফার্স্ট-লাইন মেডিকেশন)। এই এফডিসি টাইপ ২ ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণের কাজে ব্যবহারের জন্য আনা হয়েছে। এই ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশনে রয়েছে রেমোগ্লিফ্লোজিন (১০০এমজি) + ভিল্ডাগ্লিপটিন (৫০এমজি) + মেটফর্মিন (৫০০/১০০০এমজি), যা অবশ্যই দিনে দুইবার সেবন করতে হবে। গ্লেনমার্ক এই ঔষধ এনেছে দুইটি ব্র্যান্ড নামে – রেমো এমভি ও রেমোজেন এমভি।

বিশ্বে গ্লেনমার্কই প্রথম কোম্পানি যারা এই ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন লঞ্চ করল এবং ভারতই প্রথম দেশ যেখানে এই ঔষধ পাওয়া যাবে। এর ম্যানুফ্যাকচারিং ও মার্কেটিংয়ের জন্য গত সেপ্টেম্বরে গ্লেনমার্ক ডিসিজিআই-এর অনুমোদন পেয়ে গেছে।

টাইপ ২ ডায়াবিটিসের মতো ক্রনিক রোগে দীর্ঘকাল ধরে রোগীদের একাধিক অ্যান্টি-ডায়াবেটিক ড্রাগ গ্রহণ করতে হয়। এজন্য চলতি ব্র্যান্ডগুলির জন্য দৈনিক চিকিৎসা-ব্যয় হয় প্রায় ৭৫ টাকা, কিন্তু গ্লেনমার্কের এই ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশনের জন্য ট্যাবলেট প্রতি ব্যয় ১৬.৫০ টাকা, অর্থাৎ দৈনিক চিকিৎসা-ব্যয় মাত্র

অনলাইনে প্রতারণা থেকে গ্রাহকদের সতর্ক থাকার আবেদন জানালো বাজাজ ফিনান্স

কলকাতা: বৈদ্যুতিন প্ল্যাটফর্মে ঋণ সংক্রান্ত অনলাইন প্রতারণা ও অন্যান্য সাইবার জালিয়াতির ফাঁদে পা দেওয়া থেকে তাদের গ্রাহক ও আপামর জনতাকে সতর্ক করছে বাজাজ ফিনান্স লিমিটেড। সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা মাসের অংশ হিসেবে বাড়তে থাকা সাইবার প্রতারণা নিয়ে ইমেল ও সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম মারফৎ গ্রাহকদের সজাগ করার পাশাপাশি অনলাইনে কী ভাবে সুরক্ষিত থাকা যায় সেই ব্যাপারেও পরামর্শ দিল সংস্থা।

বৈদ্যুতিন মাধ্যম ব্যবহার করে যে সব প্রতারণা চলে ও সন্দেহ না হওয়া গ্রাহকরা যে পদ্ধতিতে তাদের ফাঁদে পা দেন- সেই বিষয় নিয়ে বাজাজ ফিনান্স লিমিটেড ধারাবাহিকভাবে গ্রাহকদের সচেতন করেছে।

উৎসবের সময় হওয়ায় গ্রাহকরা এখন বেশি করে তাৎক্ষণিক ঋণ, অনলাইন শপিং, বিভিন্ন ছাড়ের সুযোগ ও ক্যাশব্যাক অফারের প্রতি ঝোঁকেন। ফলে তাদের বেশি করে সাইবার প্রতারণার জালে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত ভুয়ো বিজ্ঞাপন, ছদ্মবেশী ওয়েবসাইট, পরিচয় চুরি, ভুয়ো চাকরির বিজ্ঞাপন, ভিশিং, ফিশিং, সিম সোয়াপিং, ইউপিআই প্রতারণা, ভুয়ো ঋণ মঞ্জুরিপত্র, 'অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি' ঋণের প্রস্তাব, সন্দেহজনক ফোন, বাজাজ ফিনান্স লিমিটেডের প্রতিনিধি হিসেবে ভুয়ো পরিচয় দিয়ে ফোন, এসএমএস ও অন্যান্য মেসেঞ্জার প্ল্যাটফর্মে পাওয়া সন্দেহজনক লিঙ্ক এবং এমন আরও বহুবিধ (বৈদ্যুতিন প্ল্যাটফর্মে হওয়া প্রতারণাসমূহ) সম্ভাব্য জালিয়াতির প্রতি গ্রাহকদের সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে।

বাজাজের দিওয়ালি ক্যাম্পেইন

কলকাতা: বাজাজ ফিনসার্ভ ডাইরেক্ট লিমিটেডের সহযোগিতায় দিওয়ালি ক্যাম্পেইন "ইএমআই হ্যায় না" চালু করল বাজাজ ফাইন্যান্স লিমিটেড। ডিসকাউন্ট এবং ক্যাশব্যাক অফার সহ এই ক্যাম্পেইনটি চলবে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত। বাজাজ ফিনসার্ভ ইএমআই স্টোর থেকে ন্যূনতম ডাউন পেমেন্টের মাধ্যমে গ্রাহকরা ইলেকট্রনিক হোম অ্যাপ্লায়েন্স, আসবাবপত্র, রান্নাঘরের সরঞ্জাম সহ কিনতে পারবেন।

উল্লেখ্য, বাজাজের এই "ইএমআই হ্যায় না" ক্যাম্পেইনটির মাধমে গ্রাহকরা যে কোনো সময়, যে কোনো জায়গায় শপিং করার সময় কোম্পানির ডিসকাউন্ট ও ক্যাশব্যাক অফার উপভোগ করতে পারবেন। অর্থাৎ যে কোন পণ্যের দাম গ্রাহকরা মাসিক কিস্তির মাধ্যমে পরিশোধ করতে পারবেন। এছাড়াও এই ক্যাম্পেইনটিকে জনপ্রিয় করে তুলতে বাজাজ একটি ভার্চুয়াল গেমও তৈরি করেছে। যেখানে গ্রাহকরা সর্বোচ্চ পয়েন্ট স্কোর করার চ্যালেঞ্জে অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং অংশগ্রহণকারীরা ক্যাশব্যাক পুরস্কার পাবেন।

ডিল, ডিসকাউন্ট, অফার, ডিজিটাল ভিডিও, গেমস, ডেডিকেটেড ওয়েবপেজ এবং তৃতীয় পক্ষের সহযোগিতা ছাড়াও বাজাজের এই ক্যাম্পেইনের লক্ষ হল দেশব্যাপী ৪৩,০০০ হাজারেরও বেশি বিক্রেতাকে নেটওয়ার্কের সুবিধা দেওয়া। যাতে গ্রাহকরা তাদের বাজাজ ফিনসার্ভ ইএমআই নেটওয়ার্ক কার্ড ব্যবহার করে সরাসরি স্টোর থেকে বা অনলাইনে কেনাকাটা করতে পারেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96